গান

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুই টাকা

অষ্টম সংস্করণ

প্রিন্টার শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
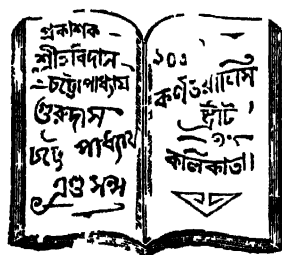
প্রথম সংস্করণের নিবেদন

পরমপূজনীয় স্বর্গীয় পিতৃদেবের কতিপয় বন্ধুমহোদয়ের উপদেশানুযায়ী তাঁহার গানগুলি একত্রে সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম। স্বর্গীয় পিতৃদেবের যে গানগুলি ইতঃপূর্ব্বে "হাসির গানে" ও "আর্য্যগাথা"য় প্রকাশিত হইয়াছে, নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় সেগুলি আর ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল না।

গানগুলির বিন্যাস সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। পুস্তকের প্রথমেই স্বর্গীয় পিতৃদেবের অপ্রকাশিত গানগুলি সন্নিবেশিত করা হইল। তৎপরে তাঁহার নাটকাদিতে প্রকাশিত গানগুলি নিবদ্ধ হইল।

১লা আশ্বিন, ১৩২৯

বিনয়াবনত—

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ষষ্ঠ সংস্করণের নিবেদন

৺পিতৃদেবের আরও কতকগুলি গান এই সংস্করণে প্রকাশিত হইল, যেগুলি নানা কারণে এ যাবৎ এ সংগ্রহের মধ্যে প্রকাশ করা ঘটিয়া উঠে নাই। তা ছাড়া অনেকগুলি গানের সুর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে ভুল দেওয়া ছিল; সেগুলি বর্ত্তমান সংস্করণে সংশোধিত করিয়া দিলাম। ইতি—

নিবেদক

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
ক			

বিষয় | পৃষ্ঠা

গান

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা

ভারত আমার ! জননি আমার ! ধাত্রি আমার ! আমার দেশ,
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ !
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ !
ত্রিংশ কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে "আমার দেশ"—
(কোরাস্)—
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
ত্রিংশ কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ"।

গান

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ-জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর ;
অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ,
তুই কি না মাগো তাঁদের জননী ! তুই কি না মাগো তাঁদের দেশ ?
(কোরাস্)
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
ত্রিংশ কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ" !

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণব-পোত ভ্রমিল ভারতসাগরময় ;
সন্তান যার তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কি না এই ধূলায় আসন, তার কি না এই ছিন্ন বেশ ।
(কোরাস্)—
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
ত্রিংশ কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ" !

উদিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি চণ্ডীদাসও গাইল গান ;
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই ত না সেই ধন্য দেশ !
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্তলেশ ।
(কোরাস্)—
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
ত্রিংশ কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ" ।

যদিও মা তোর দিব্য-আলোকে ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর;
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য! মানুষ আমরা নহি ত মেষ!
দেবি আমার! সাধনা আমার! স্বর্গ আমার! আমার দেশ!
(কোরাস্)—
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
ত্রিংশ কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ"! *

* গানটি যখন লেখা হয়, তখন "ভারত আমার" এর স্থলে "বঙ্গ আমার" ও "ত্রিংশ কোটির" স্থলে "সপ্ত কোটি" গীত হইত। তবে আজ আমরা সে প্রাদেশিকতার প্রয়োজনীয়তা কাটাইয়া উঠিয়াছি বলিয়া ভরসা হয়। তাই "বঙ্গের" স্থলে "ভারত" ও "সপ্ত কোটির" স্থলে "ত্রিংশ কোটি" গীত হওয়াই আমি উচিত বিবেচনা করি।—শ্রীদিলীপকুমার রায়।

সাধের বীণা

ওরে আমার সাধের বীণা, ওরে আমার সাধের গান,
(তোর ঐ) কোমল সুরে ব্যথা ঝ'রে, আকুল করে আমার প্রাণ!
(ও তোর) শত তানে একই কথা, শত লয়ে একই ব্যথা,--
(শুধু) নিরাশার কাতরতা, হতাশার অপমান।

(কোরাস্)—

পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গাইব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

(যখন) বীণার সুরে গলা সেধে, গাইতে যাইরে ফেলি কেঁদে,
(শুধু) মিশে যায় সে মনের খেদে—আঁখির জলে অবসান ;
(কোথায়) আনন্দেতে উঠ্‌বো নেচে, মরা মানুষ উঠ্‌বে বেঁচে,
(আমি) পাইনা সুধা সাগর ছেঁচে---ভাগ্যে শুধুই বিষপান !

(কোরাস্)—

পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গাইব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

(বীণা) পাবো যদি জাগো তবে, বেজে ওঠো উচ্চ রবে,
(আজ) নূতন স্বরে গাইতে হবে, আমি সঙ্গে ধরি তান ;
(ছেড়ে) লোক-লজ্জা, সমাজ-ভয়,--যাতে, সবাই
আবাব মানুষ হয়,
(এম্‌নি) গাইতে পাবি দয়াময় —কব এই বরদান।

কোবাস)-

পাবো যদি জাগো বীণা, ধব আবও উচ্চ তান,
গাইব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

ভারতবর্ষ

ইমন ভূপালী—একতালা

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি ! ভারতবর্ষ !
উঠিল বিশ্বে সেকি কলরব, সেকি মা ভক্তি, সেকি মা হর্ষ !
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি ,
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি ! জগত্তারিণি ! জগদ্ধাত্রি !"

(কোরাস)

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ,
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত ;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমলকমল-আনন দীপ্ত ,
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র ,
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র ।

(কোরাস্)—

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ,
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট, সাগর-উর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা ।

কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে ;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।

(কোরাস্)—
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

উপরে, পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে, চুম্বি তোমার চরণ-প্রান্ত,
উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয়-সলিল-বৃষ্টি—
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি !

(কোরাস্)—
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;
জননি ! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ ;
জগৎপালিনি ! জগত্তারিণি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !

(কোরাস্)—
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

ইমন্-ভূপালী—একতালা

ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননি, দর্শন উপনিষদে দীক্ষা ;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম্ম-ভক্তি ধর্ম্ম-শিক্ষা।

(কোরাস্)—

ভারত আমার, ভারত আমাব, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

ভগবদ্গীতা গায়িল স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে ;
ভগবৎপ্রেমে নাচিল গৌর যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম ;
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস প্রচার করিল 'সোঽহং' ধর্ম্ম।

(কোরাস্)—

ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

আর্য্য ঋষির অনাদি গভীর, উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র ;
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি, নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র !

তাদের গরিমা-স্মৃতির বর্ম্মে, চলে যাব শির করিয়া উচ্চ,—
যাদের গরিমাময় এ অতীত, তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ।

(কোরাস্)—

ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

ভারত আমার, ভারত আমার, সকল মহিমা হৌক্ খর্ব্ব ;
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব্ব ;
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ, লুপ্ত হয় এ মানব-বংশ।
যাদের মহিমাময় এ অতীত, তাদের কখনও হবে না ধ্বংস !

(কোরাস্)

ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

চোখের সাম্‌নে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ !
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে, আছে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপর করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি !

(কোরাস্)--

ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

ভৈরবী—কাওয়ালী

গিরি-গোবর্দ্ধন-গোকুল-চারী,
যমুনা-তীর-নিকুঞ্জ-বিহারী,
শ্যাম, সুঠাম, কিশোর, ত্রিভঙ্গিম
চিত্ত-বিনোদন-কারী।
পীতাম্বর, বনপুষ্পবিভূষণ
চন্দন-চর্চ্চিত, মুরলী-ধারী,
যিসি রবসে মোহিত বৃন্দাবন
উছলত যমুনা-বারি।
নূপুর-শিঞ্জিত, নৃত্য-বিমোহন,
কপট-চপল চতুরালী,
প্রেম-নিমীলিত, নয়ন-বিলোল
কদম্ব-তলে বনমালী।
নন্দকি নন্দন, মায়ি যশোদা,
নয়নাঞ্জন ব্রজবাল পিয়ারী,
যিসি লাগি থি কুল ছোড়ি রাধা
আকুল সব ব্রজনারী।
কংস-বিনাশক, মথুরাপতি জয়,
নিখিল-ভকত-জন শরণ,

দুর্জ্জন-পীড়ক, সজ্জন-পালক,
সুর-নর-বন্দিত-চরণ।
জয় নারায়ণ, শ্রীশ, জনার্দ্দন,
জয় পরমেশ্বর, ভব-ভয়-হারী,
জয় কেশব, মধুসূদন, জয়
গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারি!

বাগেশ্রী – একতালা

কোথা তুমি কোথা তুমি বিশ্বপতি বৃথা বিশ্বময় খুঁজে বেড়াই :
তারা বলে সব দেখেছে তোমারে আমি কই নাহি দেখিতে পাই।
সিংহশিশু করে মেষরক্ত পান, বলী বলহীনে করে অপমান,
তুমি সর্ব্বশক্তি তুমি ন্যায়বান, দূরে কি বসিয়া দেখিছ তাই ?
ধনীর আস্পর্দ্ধা কপটের জয়, ধর্ম্মের পতন তবে কেন হয় ?
তুমি যদি প্রভু দেব দয়াময়, এ নিয়ম তরে তবে কে দায়ী ?
তার চেয়ে বলি শোক, দুঃখ, জরা, পীড়ন, পেষণ, অবিচার ভরা,
আপনি চলেছে অরাজক ধরা, এ রাজ্যের রাজা কেহ ত নাই।

ছায়ানট্‌--ঢিমা তেতালা

কেন এত সুন্দর শশধব ? (ও সে)—তারই মুখ অনুকারি'।
কেন এত সুবর্ণ শতদল ?—(ও সে) তাহারই বর্ণ হারি।
কেন এত সুললিত পিকসঙ্গীত ?--তাবই কলবাণী করে ঝঙ্কৃত।
এত সুগন্ধ স্নিগ্ধ মলয় ? - পরশ বহিয়া তাবই।
আকাশে ভুবনে ব্যাপ্ত শুধুই তাহাবই রূপেবই আলো.
তাবই পদযুগ ধরে হৃদে বলে ধরাবে বেসেছি ভালো ;
জীবনের যত দুঃখ ও ত্রুটি, নিয়তিব যত ছলনা ভ্রূকুটি
ও দুটি আঁখির কিরণেবই তবে সকলই ভুলিতে পাবি।

কীর্ত্তন — একতালা

ও কে, গান গেযে গেয়ে চ'লে যায়
পথে পথে ঐ নদীয়ায় !
ও কে, নেচে নেচে চলে, মুখে 'হবি' বলে
ঢ'লে ঢ'লে পাগলেরই প্রায়।
ও কে, যায় নেচে নেচে, আপনায় বেচে
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে,
ও কে, দেবতা-ভিখারী মানব দুয়ারে
দেখে যা রে তোরা দেখে যা।

(ও সে) বলে 'কৈ ত কেউ পর নাই'
(ও সে) বলে 'সবাই যে নিজ ভাই'
(ও সে) বলে 'শুধু হেসে শুধু ভালবেসে
(আমি) ভ্রমি দেশে দেশে এই চাই।'

ও কে, প্রেমে মাতোয়ারা চোখে বহে ধারা
কেঁদে কেঁদে সারা কেন ভাই ?
সব, দ্বেষ-হিংসা ছুটি' আসি পড়ে লুটি'
(ও তার) ধূলি-মাখা দু'টি রাঙ্গা পায়।

বলে, ছেড়ে দাও মোদের, মোরা চ'লে যাই !
নৈলে প্রভু, তোমার প্রেমে গ'লে যাই !
এ যে, নূতন মধুর প্রণয়েরই পুর
হেথা আমাদের কোথা ঠাঁই ?

(ঐ যে) নরনারী সব পিছে ধায়,
(ওই) জয়ধ্বনি ওঠে নীলিমায়,
(তোরা) আয় সবে চ'লে, মুখে হরি ব'লে,
(তোদের) ছেঁড়াপুঁথি ফেলে চ'লে আয় !

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

একই ঠাঁই চলেছি ভাই ভিন্ন পথে যদি,
জীবন, জল-বিম্ব-সম, মরণ, হ্রদ-হৃদি .
দুঃখ মিছে কান্না মিছে, দু'দিন আগে দু'দিন পিছে,
একই সেই সাগরে গিয়ে মিশিবে সব নদী।
একই ঘোর আঁধারে আছে ঘেরিয়া চারিধারে,
জ্বলিছে দীপ নিভিছে দীপ সেই অন্ধকারে,
অসীম ঘন নীরবতায়, উঠিয়া গীত থামিয়া যায়,
বিশ্ব জুড়ি' একই খেলা চলেছে নিরবধি।

ঝিঁঝিট

আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আমার,
আজি সহসা ঝরিল চোখে কেন বারিধার?
স্মৃতি জোয়ারে দুকূল ছেয়ে,
দশ বরষ উজান বেয়ে
চলেছে প্রাণ তোমারই কাছে মানে না বাধা আর।
আজি আমার কাছে বর্ত্তমান ভেঙ্গে ও ভেসে যায়,
আজি আমার কাছে অতীত হয় নূতন পুনরায়;
আজি আমার নয়ন পাশে,
এ কি আঁধার ঘেরিয়া আসে,
পাষাণ ভার চাপিয়া ধরে হৃদয়ে বার বার।

বাউল- একতালা

একবার গালভরা মা ডাকে।

মা ব'লে ডাক্, মা ব'লে ডাক্, মা ব'লে ডাক্ মাকে।
ডাক্ এম্নি ক'রে, আকাশ, ভুবন সেই ডাকে যাক্ ভ'রে,
আর ভায়ে ভায়ে এক হ'য়ে যাক্ যেখানে যে থাকে।
ছু'টি বাহু তুলে নৃত্য ক'রে ডাক্‌বে মা মা ব'লে,
আর নেচে নেচে আয়রে মায়ের ঝাঁপিয়ে পড়ি কোলে;
মায়ের চরণ ছু'টি জড়িয়ে ধ'রে আনবে মায়ে লুটে,
ছেলের শুন্‌লে সে ডাক্ দেখ্‌বো সে মা কেমন ক'রে থাকে।
দিয়ে করতালি মা মা বলি' ডাক্‌বে এম্‌নি ভাবে,
উঠে প্রবল বন্যা ভাবে ভুবন ভাসিয়ে দিয়ে যাবে,
মায়ের বুকের উপর আছ্‌ড়ে প'ড়ে চক্ষু ছু'টি মুদে,
আমার গান ভেসে যাক্ প্রাণ ভেসে যাক্ দেখি শুধুই মাকে।

ইমন কল্যাণ—ঢিমা তেতালা

যাও হে সুখ পাও যেখানে সেই ঠাঁই, আমার এ দুখ আমি
দিতে ত পারি না,
(তুমি) রহিলে সুখে নাথ পূরিবে সব সাধ, নিরাশা কভু যদি
ললাট ঘিরে—
তখনই এই বুকে আসিও ফিরে।

হয়ত ধন দিবে সে সুখ আনি, দিতে যা পারে নি এ হৃদয়খানি,
তাহাতে সুখী হও আমারে ভুলে যাও, নিরাশ হও যদি
ধনে কি সুখে—
তখনই ফিরে এস আমার বুকে।

অথবা ধন চেয়ে তুমি বা যশ চাও তাহাতে সুখী হও ফিরিয়া
চেয়ো না ও,
(যদি) না পুরে অভিলাষ, অথবা মিটে আশ, পরি সে
গরিমার মুকুট শিরে—
যদি বা প্রাণ চায় এস হে ফিরে।

হয় ত দিতে পারে অপর কেহ, আমার চেয়ে যদি মধুর স্নেহ,
মিটিলে সব সাধ, ভাঙ্গিলে অবসাদ প্রাণের নিরাশায়
গভীর দুখে—
যদি বা প্রাণ চায় এস এ বুকে।
এ হৃদি যাও চলি' চরণে দলি' তায়, অথবা তুলে ধর আমার
বলি' তায়,
রবে সে চিরদিন, তোমারি পরাধীন, যখনই মনে পড়ে
অভাগিনীরে—
তখনি এই বুকে আসিও ফিরে।
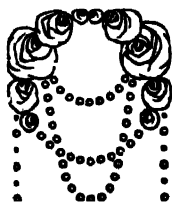
ইমন্‌—একতালা

তুমিত মা সেই তুমিত মা সেই চির-গরীয়সী ধন্যা অয়ি-মা !
আমরা শুধুই হ'য়েছি মা হীন, হারায়েছি সব বিভব, গরিমা ;
তুমি ত মা আছ তেমতি উচ্চ, আমরা শুধুই হ'য়েছি তুচ্ছ,
তোমারি অঙ্কে লভিয়া জনম, জানিনা কি পাপে এ তাপ সহি মা !
এখনো তোমার গগন সুনীল, উজল তপন তারকা চন্দ্রে,
এখনো তোমার চরণে ফেনিল, জলধি গরজে জলদ-মন্দ্রে :
এখনো ভেদি' হিমাদ্রি-জঙ্ঘা, উছলি' পড়িছে যমুনা গঙ্গা,
ঢালিয়া শতধা পীযূষ পুণ্য, তোমার ক্ষেত্রে যাইছে বহি' মা !
তুমিত মা সেই সুজলা সুফলা, এখনও হরষে ভাসায় নেত্রে,
পুষ্প তোমার নিবিড় কুঞ্জে, শস্য তোমার শ্যামল ক্ষেত্রে ;
তোমার বিভব পূর্ণ বিশ্ব, আমরা দুঃখী আমরা নিঃস্ব,
তুমি কি করিবে তুমিত মা সেই মহিমা-গরিমা-পুণ্যময়ী মা !

ভৈরবী—যৎ

পাগলকে যে পাগল ভাবে,
এখন সে পাগল কি ঐ পাগল পাগল
একদিন সেটা বোঝা যাবে।
নয় কে পাগল ভুবন 'পরে ?
কেউ বা পাগল মনের তরে,
কেউ বা পাগল রূপের লাগি', কেউ বা পাগল ধনলোভে।
নিমাই সন্ন্যাসী হ'ল প্রেমের পাগল হ'য়ে শুনি,
জ্ঞানের পাগল হ'য়ে বুদ্ধ রাজ্য ছেড়ে হ'ল মুনি,
ব্রহ্মা পাগল ধ্যান করি',
পরের জন্য পাগল হরি,
ভাবে পাগল শ্মশান-ভূমে বেড়ায় ভোলা উদাসভাবে।

ভৈরবী—কাওয়ালী

আনন্দময়ী বসুন্ধরা

চির-অভিরামা তরুণী শ্যামা, সুহাসিনী পিককলস্বরা !
গহন কুন্তলা, কুসুম আরক্তিম শ্যামা, সুশ্যামলাম্বরা,
তটিনী-হার-বিলম্বিত-হৃদয়া তুষার-হীরক-মুকুট-পরা।
জলধিনীলে বক্ষোনিমগ্না সূর্য্যো মাতা বন্দে,
বিহঙ্গ ছন্দে মন্দ সমীরণ সিঞ্চিত কুসুম সুগন্ধে,
তরুণ উষায় অরুণ মৃদুরক্তিম তরুণী প্রণয়স্মিতাধরা
ভানুনিলীন নয়ন নলিনী কি প্রেম বিমুগ্ধ, কি ভক্তিভরা।

বুঝেছি বুঝেছি রাখো ওই উপহাস হাসি,
মুখে মধুময় বাণী অন্তরে গরল রাশি।
বল, কোন প্রাণে হাসিমুখে
সদা ব্যথা দাও মোরি বুকে
সেই প্রাণে হানে বজ্র যেই প্রাণে ভালবাসি।
এই অনুনয় নম্র এই সে তাচ্ছিল্য-ভরা,
হায় গো পুরুষ-প্রাণ না জানি কি দিয়ে গড়া,
আদর কি অবহেলা
শুধু নারী প্রাণ নিয়ে খেলা
এই এঁসে ধর পায়ে এই দাও গলে ফাঁসি।

ইমন্ কল্যাণ—একতালা

আজি গো তোমার চরণে, জননি ! আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান ;
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান !
মন্দির রচি মা তোমার লাগি', পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি',
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননি, স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান !

(কোরাস)

জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি অমল-কমল-চরণে স্থান !

জান কি জননি জান কি কত যে আমাদের এই কঠোর ব্রত !
হায় মা ! যাহারা তোমার ভক্ত নিঃস্ব কি গো মা তারাই যত !
তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্য, সহেছি মা সুখে তোমারি জন্য,
তাই দু'হস্তে তুলিয়া মস্তে' ধরেছি যেন সে মহৎ মান,

(কোরাস্) -

জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি অমল-কমল-চরণে স্থান !

নয়নে বহেছে নয়নের ধারা জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা,
মিটায়েছি সেই জঠর-জ্বালায় পিইয়া তোমার বচন সুধা ;

গান

মরুভূমে সম যখন তৃষায়, আমাদের মা গো ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মা গো সকল পিপাসা তোমার হাসিটি করিয়া পান।

(কোরাস্)—
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি অমল-কমল-চরণে স্থান !

পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি',
বাসনা তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাব তোমার চরণ দু'টি।
চাহিনাক কিছু, তুমি মা আমার,—এই জানি শুধু নাহি জানি আর,
তুমি গো জননি হৃদয় আমার, তুমি গো জননি আমার প্রাণ !

(কোরাস্)—
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি অমল-কমল-চরণে স্থান।

পিলুবারোঁয়া—যৎ
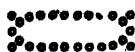
এস মা, এস মা আজি, অভয়া বরদা তারা।
হরষমগন কিবা ভুবন আপনহারা।
উঠেছে মধুর গীতি, উথলে জগতে প্রীতি,
প্রভাতের সমীরণ বরিষে অমিয়-ধারা।
চেয়ে আছি পথপানে হৃদয়-দুয়ার খুলি',
এস গো করুণাময়ি, দাও মা চরণ-ধূলি,
ভুলায়ে দাও মা শত, হৃদয়-বেদনা ক্ষত,
ভেঙে দাও ধনমদ বিষয়-বাসনা-কারা।
উঠেছে উষার আলো ছাপিয়া জগতকূলে,
লেগেছে তাহার ঢেউ তোমার চরণমূলে,
দাঁড়ায়ে দুয়ারে সারি, দেখ কত নরনারী,
ভকতি-বিহ্বল-চিত, পুলকিত মাতোয়ারা।

নটমল্লার—যৎ

মলয় আসিয়া ক'য়ে গেছে কাণে, প্রিয়তম তুমি আসিবে।
মম তৃষিত অন্তরব্যথা সযতনে তুমি নাশিবে।
রবি শশী তারা সুনীল আকাশ,
সকলে দিয়েছে তোমার আভাস,
গোপনে হৃদয়ে ক'রেছে প্রকাশ, তুমি এসে ভালবাসিবে।
মম মর্ম্মমুকুরে দূর হ'তে সখা পড়েছে তোমার ছায়া,
সেথা অন্তরলোকে প্রেমপুলকে গড়েছি স্বপন কায়া।
আমার সকল চিত্ত প্রণয়ে বিকশি',
তোমারই লাগিয়া উঠেছে উছসি',
কবে তুমি আসি' অধর পরশি',
মুখপানে চেয়ে হাসিবে।

সিন্ধু খাম্বাজ —কাওয়ালী

মনে কত ভালবাসা আঁধারে লুকায়ে আছে,
ফুটিতে পারে না ভয়ে হিমে ঝ'রে যায় পাছে,
হৃদয় গোপন ক'রে, রবে নিজ মান ভরে,
পারে না মরম-কথা কহিতে কাহারো কাছে।

সিন্ধু—একতালা

কেন তুরাশ ছলনে ভুলি' হইনু হৃদয়হারা,
কেন মানব হইয়ে চাহি পিয়িতে অমিয়ধারা ?
অবোধ কুমুদ কাঁদে, কেন লো চুমিতে চাঁদে ?
যখন অযুত তারা শশিপ্রেমে মাতোয়ারা।
সমানে সমানে হয়, প্রণয়েরি বিনিময়,
মেঘ কি বিজলী ছাড়ি' ধরে হৃদে দীপজ্বালা ?
রাজা কে কিসের আশে, ভিখারী-তুয়ারে আসে ?
জোনাকীর প্রেমে কভু নেমে কি আসে লো তারা ?

বাউল—একতালা

আমরা খাসা আছি,—
হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।
তুলে চন্দ্রবদনখানি, গল্পগুজব কর্ত্তে জানি।
চন্দ্রমুখে আহার করি তুগ্ধ-সর-চাঁচি ;
আবার হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।
দাঁড়িয়ে যদি থাক্‌তে পারি, চল্‌তে ফির্‌তে বেজার ভারি ;
বস্‌তে পেলে দাঁড়াইনাক, শুতে পেলেই বাঁচি ;
আবার হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।

শঙ্করা—একতালা

খাও দাও নৃত্য কর মনের সুখে।
কে কবে যাবি রে ভাই শিঙ্গে ফুঁকে॥
এক রকম যাচ্ছে যদি যাক্ না কেটে,
পরে যা হবার হবে কাজ কি ঘেঁটে?
গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াও, কোমর এঁটে -হাস্যমুখে॥
এ ভাবে রাজা প্রজা সবাই সমান,—দেখ্‌লে একটু ভিতর ঢুকে॥
আছিস্ তুই পেঁচার মতন ব'সে কেটা?
যাচ্ছিস্ কে উড়িয়ে ধলো? যা না বেটা!
দু'দিনে ভবের মজা ভবের লেঠা যাবে চুকে,
বাহবা! মজাদারি! বলিহারি! বোম্ ভোলানাথ--কপাল ঠুকে॥

কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী

দূরে থেকে দেখ্‌তে ভালো, দেখ নয়ন মেলে,
পস্তাবে গো আরো বেশী কাছে ঘেঁসে এলে।
আমরা, হেল্‌ছি দুল্‌ছি, তুল্‌ছি ফণা কাল-ভুজঙ্গিনী।
একান্তই মন্দভাগ্য কাছে আসেন যিনি,
পাশ কাটিয়ে চ'লে যেও, পথে দেখা পেলে।
আমরা নিজে পুড়ি, অন্যে পোড়াই কেরোসিনের আলো,
দেখো, ভুলে হাত দিও না চাহো যদি ভালো ;
জ্বল্‌বে তখন বিষম রকম, হাত পুড়িয়ে ফেলে।
আমরা যাচ্ছি ব'য়ে ভবের মাঝে রূপের মহানদী,
তীরে থেকে দেখো তারে—দেখ্‌তে চাহো যদি,
রূপতরঙ্গে ঝাঁপ দিও না, ঝাঁপ দিলে ত গেলে।

কীর্ত্তন—একতালা

ঐ সেদিন নাইরে ভাই, আর সেদিন নাইরে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের সেদিন আর নাই, –
ঐ ক্ষত্র হোক্, বৈশ্য হোক্, শূদ্র হোক্- সবে
ঐ ব্রাহ্মণের শাপভয়ে কাঁপিত রে যবে,
যবে গণ্ডূষে সাগর-জল করিলাম পান,
যবে কটাক্ষে করিলাম ভস্ম সগর-সন্তান,
যবে দ্বিজ-পদাঘাত-চিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধরি',
স্বয়ং পরম গৌরবান্বিত হ'তেন শ্রীহরি।--

(একত্রে ক্রন্দন) ইয়া ইয়া ইয়া ইয়া।

ঐ সেদিন নাইরে ভাই, আর সেদিন নাইরে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের গৌরবের সেদিন আর নাই,--
ঐ গেয়েছিনু যেইদিন সামবেদগান :--
ঐ রচেছিনু যেইদিন দর্শন, পুরাণ ;
ঐ লিখেছিনু যেইদিন মনুর সংহিতা,
ঐ শকুন্তলা, রামায়ণ, জ্যোতিষ ও গীতা,
ঐ ম্লেচ্ছ নব্যহিন্দু যত মিলে আজ সবাই,
ঐ অনায়াসে গো-ব্রাহ্মণে কর্ত্তে চায় জবাই।—

(একত্রে ক্রন্দন) ইয়া ইয়া ইয়া ইয়া।

ঐ সেদিন নাইরে ভাই, আর সেদিন নাইরে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের আহারের সেদিন আর নাই ;—
ঐ উঠে গেল যাগ যজ্ঞ কলিকালের ফেরে ;
ঐ প্রণামও করে না শূদ্র দেখি' ব্রাহ্মণেরে ;
বরং বিলেত থেকে ফিরে এসে পাইলে সুবিধা,
ঐ ব্রাহ্মণেরেও জেলে দিতে করে নাক দ্বিধা ;
আর আমরাই তাদের করি নতশিরে সেলাম ;
ঐ কলিকালের মহাঘোরে—এবার আমরা গেলাম !
(একত্রে ক্রন্দন) ইয়া ইয়া ইয়া ইয়া ।

খাম্বাজ—যৎ

হে সুধাংশু, কেন পাংশু বদন তোমাব ?
বিষাদেব বেখা কেন বা আননে ?
নিবখি' অরুণোদয়, হাসে বিশ্ব সমুদয়,
ও মুখ প্রফুল্ল নহে সে কিবণে।
ধীবে ধীবে ববিপানে, চাহিযে বিষণ্ণ প্রাণে,
পড়িছ ঢলিয়া পশ্চিম প্রাঙ্গণে,
এই ছিলে হাসি হাসি' ঢালি' কব সুধাবাশি,
ভাসি নীলাম্ববে শত তাবা সনে,
লুকালো সে তাবা সব, অস্তমিত সে গৌবব,
আব কি হে শশী ফিবিবে গগনে।

বাগেশ্রী মল্লার —আড়া

কেন আর ভাঙ্গাঘবে মারিস্ তোবা সিঁধকাটি ?
ছিন্ন তরুর মূল হ'তে কেন তুলে দিস্ মাটি ?
বিষে জর জর প্রাণে, কেন হানিস্ বিষবাণে ?
পাপের বন্যাভরা দেশে, আনিস্ নরক খাল কাটি' ?
কেন শীর্ণ মলিন দুখে, মারিস্ কুঠার মায়ের বুকে ?—
দু'দিন গেলে দিস্ দূরে ফেলে—পূরাস্ প্রাণেব আকাঙ্ক্ষাটি।

খাম্বাজ—কাওয়ালী

মনের বাসনা বুঝি বা র'য়ে যায়।
পথ চেয়ে চেয়ে বুঝি বেলাটি ব'য়ে যায়।
আসে শুধু সমীরণ করুণ মর্ম্মর-তানে,
'আসে নি আসে নি সে' -এ বারতা ক'য়ে যায়;
ফিরে যাই শূন্য ঘরে বিরহ-হুতাশে;
ধীরে ডুবে যায় রবি, সন্ধ্যা হ'য়ে আসে,
ধিক্ ধিক্ এ জীবন, ধিক্ এ জনম মোরি;
এ যৌবন বুঝি সখি, বিফল হ'য়ে যায়।

কীর্ত্তন—একতালা

কেন খুঁজতে যাস্‌রে বিমল প্রেমে,—এ জগতে ভাই।
কেন মিছা খুঁজা, পাবি না যা—হেথা রে তা নাই।
হেথা শুধুরে প্রাণ-দান—প্রতিদান বেচা-কেনা হয়;
এ প্রেম অভিলাষ, আর অবিশ্বাস, আর অভিমানময়;
শুধু যৌবনস্বপন, বিরহ, মিলন, চাহনি চুম্বন ছাই।
এ প্রেম টাকার জমক, রূপের চমক, কুল মান চায়;
এ প্রেম পূর্ণ হ'লে আশ, মিটিলে পিয়াস, মিলাইয়ে যায়;
কেন চাস্ হেথা বল্ সে প্রেম অটল, তারা সম স্থির;
সে সঙ্গীত মহান্ গগনের গান,—নয় এ পৃথিবীর;
যার দু' একটি কর—পথহারা স্বর—মাঝে মাঝে মোরা পাই।

ভৈরবী—একতালা

ঐ প্রণয় উচ্ছ্বাসি' মধুর সম্ভাষি' যমুনায় বাঁশী বাজে ;*
ঐ কানন উছলি' 'রাধে রাধে' বলি'- -যায় চলি' বনমাঝে।
পড়ে ঘুমাইয়ে ঐ তারাকুল সই, অধরে মিলায়ে হাসি ;
ঐ যমুনায় এসে নায় এলোকেশে নিভৃতে জ্যোছনা বাশি।
ঐ নিশি পড়ে ঢুলে যমুনার কূলে উছলে যমুনা-বারি ;
সখি ত্বরা ক'বে আয় যাই যমুনায় হেরিতে মুরলী-ধারী।
ঐ সমীরণ ধীরে উঠিল জাগি রে, জাগিল পূরবে ভাতি ;
ঐ কুঞ্জে গীত উঠে কুঞ্জে ফুল ফুটে—সখি রে পোহাল রাতি।

লুম খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা
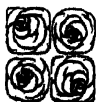
হেসে নেও—এ দু'দিন বৈ ত নয়;
কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়।
ফোটে ফুল, গন্ধ ছোটে তায়,
তুলে নেও—এখনই সে ঝ'রে যাবে হায়;
গা ঢেলে দাও মধুর মলয় বায়;
এলে মলয় পবন ক'দিন রয়।
আসে যায় আসে ফের জোয়ার,
যৌবন আসে যায়, সে কিন্তু ফেরে না আর;
পিয়ে নেও যত মধু তার।
—আহা যৌবন বড় মধুময়।
আছে ত জীবন-ভরা দুখ,
আসে তায় প্রেমের স্বপন—দু'দণ্ডেরই সুখ;
হারায়ো না হেলায় সেটুকু,—
ভালবাস ভুলে ভাবনা ভয়।

কালাংড়া—খেমটা

বনে বনে কুসুম ফোটে, ওঠে যখন মলয়-বায়,
পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমর ছুটে, কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল গায়।
হাতে ল'য়ে ফুলধনু, ফুলধনু হেসে চায়,
বকুল ফুলের মালা গলে, পদ্মফুলের নূপুর পায়, -
বলে 'আজি আমি রাজা,—পথ ছেড়ে আজ দাও আমায়'
না মানিলে ফুলশরে, হৃদি বিঁধে চ'লে যায়।

আলেয়া—ঝাঁপতাল

ধীর সমীরণে মধুর মধুমাসে
নিয়ত কিসের মত কি যে প্রাণে ভেসে আসে—
না জানি কেন এত সুধা মলয় বাতাসে,
কি সুখে ধরা ফুলভরা এত হাসি হাসে,
প্রেমের কথা পবন মনে পাঠায় সে কাহার পানে,
এত কুহুস্বরে প্রাণ ভ'রে কারে ভালবাসে।

গৌড়সারং—ঝাপতাল

কি জানি কেন কোয়েলা গায়, এত মধুর তানে !
ও কুহু কুহু, কুহুর তান শিখিল কোন্‌খানে !
কত যে নব মিলন-কথা, কত দীর্ঘ বিরহ-ব্যথা,
লুকানো ঐ কুহু কুহু কুহু কুহুর তানে।
বলে সে বুঝি "এসেছি আমি, ওগো, এসেছি আমি,
বিশ্বভরা অমিয় ল'য়ে স্বর্গ হ'তে নামি',
সঙ্গে ল'য়ে শ্যামল ধরা, পুষ্পিত সুগন্ধ ভরা,
সঙ্গে ল'য়ে মলয়-মধু তব সন্নিধানে।"
মধুরতর মিলনগাথা গেয়েছে কবি শত ;
গায়নি কেহ বিরহ-গান পাখী রে তোরই মত।
কি অনুরাগ কি অনুনয়, কত বাসনা বেদনাময়,
ও কুহু তাই আকুল করে বিরহিজন-প্রাণে !

বেহাগ---আড়খেমটা

সে কেন দেখা দিল রে — না দেখা ছিল যে ভালো.
বিজলীর মত এসে সে — কোথা কোন্ মেঘে লুকালো।
দেখিতে না দেখিতে সে — কোথা যে গেল রে ভেসে ;
যেন কোন্ মায়া-সরসী — ছুঁতে না ছুঁতে শুকালো।
যেন কোন্ মোহন বাঁশি রে — সুমধুর জ্যোছনা-নিশি—
বাজিতে না বাজিতে সে — জ্যোছনা গেল রে মিশি',
যেন বা স্বপনেতে কে — আমারে গেল গো ডেকে,
প্রভাত আলোরই সনে — মিশাল যেন সে আলো।

ভৈরবী — একতালা

আজি বিমল নিদাঘ প্রভাতে,
কত গীতে, সুগন্ধে, শোভাতে,
আহা যাইছে নিখিল ছাপিয়া।
আজি স্নিগ্ধ মন্দ পবনে,
ঘন মঞ্জু কুঞ্জ ভবনে,
মরি কি গান গাহিছে পাপিয়া।
আজি প্রভাত কনক মহিমোজ্জ্বল
শান্ত সুনীল গগন,
তার চরণে নিলীন মধুর ধরণী,
কিরণমুগ্ধ মগন,
আজি কি ব্যথা উঠিছে জাগি' রে,
মম হৃদয় কাহার লাগি' রে,
যেন উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

গান

আপন মনে কি যে বলে, আপন মনে কি যে গায় !
আপন মনে হেসে হেসে ঢ'লে ঢ'লে চ'লে যায় ॥
হাসিতে তার মাণিক ছড়ায়, অশ্রুতে তার মুক্তা গড়ায়,
নয়ন-কোণে অশ্রুকণা দেখ্‌লে কি আর থাকা যায়।
আদর ক'রে সোহাগ ভরে বুকের 'পরে নিই গো তায় ॥

বনের তাপস মোরা থাকি বন ভবনে,
কান্তারে, প্রান্তরে, শ্যাম পুষ্পিত উপবনে।
প্রভাতে কোকিল পাখী কুঞ্জবন মাঝে থাকি'
জাগায় মোদের ঢালি' স্বরসুধা শ্রবণে।
মধ্যাহ্নে তরুর ছায় ব'সে থাকি চাহিয়া,
দেখি নদী ব'হে যায় কুলুরবে গাহিয়া ;
সায়াহ্নে প্রকৃতি আসি', অধরে মধুর হাসি,
শুনায় অমর গীত মৃদুমন্দ পবনে।

আমি বুঝি সং ?

তোমরা যে সব হাস্‌ছো দেখে আমার বেজায় নূতন ঢং ?
ভাব্‌ছো আমার টল্‌ছে পা ?—
মিথ্যে কথা, মোটেই না।—
শুধু ফেল্‌ছি চরণ নতুন ধরণ বাহিব কর্চ্ছি রং বেরং।
আবোল তাবোল বক্‌ছি আমি কি ?—
ইচ্ছে ক'রে শুদ্ধ ভাষা গুছিয়ে বলছি নি।
ব'সে রৈলাম হ'য়ে গোঁ,
কচ্ছে মাথা ভোর্-র্ ভোঁ
তোমরা যে সব হাস্‌ছো দেখে হচ্ছি আমি রেগে টং।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঝাঁপতাল

হীরা কি আঁধারে জ্বলে, হিমে কি ফুল ফোটে হায়!
অবহেলা অনাদরে প্রেম লো শুকায়ে যায়!
গুণীর পরশ বিনা, গানে কি শিহরে বীণা?
কুহরে কোকিল কি লো, বিনা সে মলয় বায়?
নিরাশা, বিয়োগ, ভয়, প্রেমের মরণ নয়,—
বাঁচে না শুধু সে ঘৃণা অবহেলা যাতনায়।

ঢালো অমিয়া ঢালো কিশোর সুধাকর, আকুল তৃষা
অতি অধীরা

উঠুক শিহরিয়া তপ্ত ধমনীর রক্ত ঢেউ—ঢালো মদিরা।

দুলাও চামর বসন্ত সিঞ্চ সুগন্ধ চঞ্চল পবনে,
বাজো সুললিত মৃদঙ্গ মন্দিরা মুরলী নন্দন ভবনে ;
গাও বিকম্পিত করি' দিগন্ত বিমুগ্ধ অপ্সরা রমণী,
নৃত্য কর মদমত্ত, মন্মথ হৃদয়ে বিঁধ শর অমনি।

ফুলমালা গলে পরি, ফুলরেণু গায়ে মাখি,
ফুলসাজ পরি কেশে, ফুলে নব তনু ঢাকি।
ফুলধনু ধরি করে, হানি হৃদি ফুলশরে,
ফুলবাসে ছেয়ে আসে অলস অবশ আঁখি।
ফুলখেলা ফুলবঁধু, পান করি ফুলমধু,
ফুলদল 'পরে শুয়ে, ফুলপানে চেয়ে থাকি।

গৌড়মল্লার—কাওয়ালী

বরষা আইল ওই ঘন ঘোর মেঘে দশদিক্ তিমিরে আঁধারি।
আকুল বেদনা আর হৃদয় আবেগে রাখিতে রাখিতে নাহি পারি।
চমকে চপলা, চিত চমকে, সঘন-ঘন গরজনে কাঁপে
হিয়া সখি রে—
ঝর ঝর অবিরল বহে জলধারা, ঝর ঝর চোখে বহে বারি।
সঘন আঁধার ওই ঘনাইয়া আসে, বিষাদে হৃদয় আসে ছেয়ে,
বাতাস মিশায়ে যায় সজল বাতাসে, শূন্য নয়নে রহি চেয়ে;
কত না নিহিত ব্যথা, নিহিত যাতনা কত, হৃদয়ে জাগিয়া
উঠে সখি রে—
মরম ভেদিয়া উঠে গভীর নিরাশা, ধিক্ ধিক্ জনম আমারি।

বারোঁয়া—আদ্ধা কাওয়ালী

আজি মোর প্রাণ কি চায়।
জাগে এ হৃদয় আজি কি আকুল বাসনায়॥
আজি এ অধীর প্রাণে কেন প্রবোধ না মানে,
কোন্ অজানিত টানে কার পানে ভেসে যায়॥

মদন ও রতি। আমরা এম্‌নি ক'রে মজাই কুল।
এ ভুবনে আমরাই যত অনিষ্টেরই মূল।

মদন। আমি বুকে হানি পুষ্পশর;

রতি। আমি হানি বক্ষে বক্ষঃ, অধরে অধর;

মদন। বিছায়ে দি' পাতার শয়ন;

রতি। ছড়ায়ে দি' ফুল!

মদন। প্রেমের শ্বাসে দিইছি সুবাস, প্রেমের ভাষে গান;

রতি। অধর-কোণে দিইছি মধু, নয়ন-কোণে বাণ;

মদন। আমি করি সৃষ্টি স্বর্গলোক:

রতি। আমি করি বৃষ্টি সুধা—মিলন-সম্ভোগ;

মদন। উড়ায়ে দি' আঁচলখানি;

রতি। এলায়ে দি' চুল!

মদন। দেবতা জানে আমার প্রতাপ মানুষ কিবা ছার;

রতি। আমি কিন্তু ষোলকলা পূর্ণ করি তার;

মদন। আমি কেবল রটাই প্রেমের জয়;

রতি। আমি শুধু প্রেমের বিপদ ঘটাই ভুবনময়;

উভয়ে। আমাদের সৃষ্টি করা বিধির বিষম ভুল।

ভাসিয়ে দেরে সাধের তরী পাল তুলে দে' ভেসে চল্।
উঠেছে ঐ উজান বাতাস কর্চ্ছে নদী টলমল॥
যুক্তি মিছে, ভাবনা মিছে, দুঃখ প'ড়ে থাক্ না পিছে,
ভাস্‌ব শুধু হাস্‌ব শুধু কর্ব্ব শুধু কোলাহল॥
ফির্ত্তে সে ত হবেই হবে আবার নীরস কঠিন তটে,
পাওনা দেনা হিসাব নিকাশ কর্ত্তে সে ত হবেই বটে!
ডোবো যদি ডুব্‌বে তরী, মর্ব্ব যদি নেহাইৎ মরি,
মর্ব্ব না হয় খেয়ে খানিক ঘোলা নদীর ঘোলা জল।

রামকেলী—আড়া

আর একবার ভালবাস, বাস্‌তে যেমন আগের দিনে।
ঘুমন্ত প্রাণের ব্যথা আবার জাগিছে প্রাণে।
একবার নাথ তুলে ধর, হৃদয় হৃদয় পর হে,
শান্ত হোক্ প্রাণ যাহে, আজ শত তীক্ষ্ণ শেল হানে।
তোমারি হারানো বাঁশী লুটায় ধরণী'পর,
মলিন—তোমারি তবু, আদরে তুলিয়া ধর;
ভাঙা চূরা প্রাণের বাঁশী, তেমনি ক'রে আজ রে;
নাথের করে, মধুর স্বরে, বাজ্ রে—বাজ রে।

বাগোঁয়া—কার্ফা

আমি শুধু প্রেমের ব্যাপারী।

আর কিছুর কি তক্কা রাখি, আর কিছুর কি ধার ধারি।
বিম্বাধরে সুধারাশি কুন্দ দাঁতে মুচ্‌কে হাসি,
কালো তারায় চাউনি মিঠে,—করি ইরির দোকানদারি :
তার বিষয়ে দু'টো কথা শুন্‌তে চাও ত বল্‌তে পারি !
বেণী বাঁধা কৃষ্ণকেশে, লম্বা ক'রে পৃষ্ঠদেশে,
যদিও সে অনেক সময় পরের ধনে পোদ্দারি ;
কালো রঙে ফর্সা সেজে, যতদূর হয় ঘ'সে মেজে,
প'রে রঙিন শাড়ী সঙিন, পুরুষ কেমন ভোলায় নারী ;
তারি বিষয় শুন্তে চাও ত দু'টো কথা বল্‌তে পারি।
চোখের কাজল ঈষৎ রেখায়, বাঁকা টেনে কেমন দেখায়,
কালো ঠোঁটে আল্‌তা দেওয়া, আমার কর্ম্ম সর্কারি ;
নয়ন নীচু কর্ত্তে জানা, আঁচলখানি বুকে টানা,
সময় মত বাহির করা ছটাক খানিক অশ্রুবারি ;
এসব বটে কতক জানি এসব কতক কৈতে পারি !

সুরটমল্লার একতালা

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ বিশ্ব নিখিল তোমারি
প্রতিমা ;
মন্দির তোমার কি গড়িব মা গো ! মন্দির যাহার দিগন্ত
নীলিমা !

তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি,
সাগর, নির্ঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জভবন, বসন্ত পবন, তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা।
সতীর পবিত্র প্রণয় মধুর, মা !
শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি,
- তোমারি মাধুরী তোমারি মহিমা ;

যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি—
শতরূপে মা গো বিরাজিত তুমি,
বসন্তে, কি শীতে, দিবসে, নিশীথে,
বিকশিত তব বিভব গরিমা।

তথাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি',
তোমারে পূজিতে চাই মা ঈশ্বরী !

অমর কবির হৃদয় গভীর
ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা ;
খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা,
দেখিনা আপনি দিয়েছ মা ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে,
ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা !

সিন্ধু—একতালা

ফুল ফুটেছে, চাঁদ উঠেছে, আস্‌ছে ভেসে মলয় বায় ।
সাদা সাদা মেঘগুলি ঐ যাচ্ছে ভেসে নীলিমায় ॥
বনের মধ্যে কোকিল পাখী, থেকে থেকে উঠ্‌ছে ডাকি' ;
শিরীষ আম্র মুকুল গন্ধ ভেসে ভেসে আস্‌ছে তায় ॥
এমন দিনে, এমন বায়ে, এমন সময়ে, এমন ঠাঁয়ে,
আপন মনের মানুষ বিনা প্রাণ ধ'রে কি থাকা যায় ॥

ভৈরবী—একতালা

যাচ্ছে ব'য়ে প্রেমের সিন্ধু উঠ্‌ছে পড়্‌ছে প্রেমের ঢেউ ;
কেউ বা খাচ্ছে হাবুডুবু ভেসে চ'লে যাচ্ছে কেউ।
কারো বক্ষে এ প্রেম আনে অবিচ্ছিন্ন পরম সুখ,
মর্ম্মদাহে রহে এ প্রেম কারো বক্ষে জাগরূক।
প্রেমে লিপ্সা, প্রেমে ঈর্ষা, প্রেমে পুণ্য পরিণয় ;—
কারো ভাগ্যে বিষের ভাণ্ড, কারো ভাগ্যে সুধাময় ;
প্রেমের টানে টেনে আনে জনার্দ্দনে ধরায় জীব,
পাগল, উদাস, শ্মশানবাসী প্রেমে ভোলা সদাশিব।
কেউ বা প্রেমে সর্ব্বত্যাগী, কেউ বা চাহে উপভোগ ;
কারো পক্ষে প্রেম আসক্তি, কারো পক্ষে মহাযোগ ;
প্রেমে জন্ম, প্রেমে মৃত্যু, প্রেমে সৃষ্টি, প্রেমে নাশ ;
প্রেমের শব্দ উঠে মর্ত্ত্যে, প্রেমে স্তব্ধ নীলাকাশ।

গান

বনে কত ফুল ফুটেছে কুঞ্জতরু শাখে শাখে—
কুহু কুহু কুহু স্বরে পাতার মধ্যে কোকিল ডাকে।
আয়লো সখি কর্‌বি খেলা, আজ এ শান্ত সন্ধ্যে বেলা,
গীতিগন্ধ বর্ণে রচি রাশি রাশি হাসির মেলা ;
সন্ধ্যাকাশে ছড়িয়ে দে না—উড়ে যাবে ঝাঁকে ঝাঁকে।
আকাশ থেকে পড়্‌বে তারা, হয়ে' আবার বৃষ্টিধারা,
মানুষের এই হৃদয় মাঝে হ'য়ে যাবে আপনহারা ;
অঙ্কুরিত কর্ব্বে প্রাণে রাশি রাশি বাসনাকে।
গর্ব্ব তারা করে বড়, গর্ব্ব দেখি কোথায় থাকে।

আমরা ভয় পেয়েছি ভারি
করি যদি সত্য কথা জারি—
উঠ্‌লাম ভয়ে দিয়ে লম্ফ, ভাব্‌লাম হ'ল ভূমিকম্প—
তখন প'ড়ে গেলাম জগঝম্প--(হ'য়ে) ত্রিভঙ্গ মুরারি !
(তখন) ভয় পেয়েছি ভারি !
এবার বেঁচে গেছি প্রাণে, বাড়ী ফিরি মানে মানে,
আসন্ন বৈধব্য তাঁদের ঘুচাই যদি পারি—
ওরে দ্বার ছেড়ে দে দ্বারী।

বেহাগ খাম্বাজ—একতালা

সখি বদন তোল ; চাহ ফিরে ;
মুছে ফেল তব নয়ন-নীরে।
তোমার বিদেশী বঁধু, হৃদয় ভরা মধু—
এসেছে ঘরে।
সোণার ঢেউ এসে লেগেছে তীরে।
তবে বাঁধ তারে তোমার প্রেমহারে,
ফুল ডোরে—
হৃদয় দিয়ে তারে রাখ ঘিরে।

———

কীর্ত্তন

সারিয়া। ও তার কটিদেশে পরা নহে পীতধড়া নাহি
শিখি-চূড়া শিরে।

হামিদা। ও সে বাজায় বাঁশী মুখে মৃদু হাসি, নিকুঞ্জে
যমুনাতীরে গো!

সারিয়া। ও তার রাজীবচরণে বাজে না নূপুর, রিনিনি ঝিনিনি
কি দিন দুপুর;

হামিদা। নহে সুবঙ্কিমঠাম, নবঘনশ্যাম—কথা নাহি কয়
ধীরে গো।

সারিয়া। ও সে জানেনাক ছলা কলা গো;

হামিদা। হাতটি ধরিতে ভুল ক'রে যেন ধরে না কাহারও
গলা গো।

সারিয়া। ও সে বেণীটি ধরিয়ে হাসিতে হাসিতে খায়নাক
কাণমলা গো।

হামিদা কারো কাণে কাণে কথা কয় না যে কথা সাদরে
যায় না বলা গো।

সারিয়া। সে নয় কালো শশী (যা কেউ কোথায়
দেখেনি গো।)

হামিদা। সে নয় কেলেসোণা (যা কোথাও কেতাবে
লেখেনি গো।)

উভয়ে। সে নয় মদনগোপাল,—ননীর অঙ্গ ;
কুঞ্চিত কেশ বাঁকা ত্রিভঙ্গ ;
রমণীর মত জানে না রঙ্গ
অপাঙ্গে চায় না ফিরে।

কীর্ত্তন

সারিয়া। নিদয় বিধাতা, কেননা আমারে জগতে পাঠালে
রমণী করে' রে ?

হামিদা। শুধু সহিব না প্রসববেদনা দশ মাস তারে জঠরে
ধ'রে রে ?

সাবিয়া। পরিতাম মালা, খাইতাম মধু,

হামিদা। ডাকিতাম শুধু প্রাণনাথ, বঁধু,

সাবিয়া। বাঁধিতাম বেণী

হামিদা। দেখিতাম শুধু প্রেমের স্বপন ঘুমের ঘোরে রে।

কীর্ত্তন

হামিদা। ও তাঁর বিশাল দেহ, দেখেনি কেহ,
হেন বাহু দুইখানি।

সারিয়া। তাঁর উচ্চ ললাট বক্ষ বিরাট, মেঘগম্ভীর বাণী গো!

হামিদা। ও তাঁর প্রকাণ্ড গোঁফ্—

সারিয়া। বৃষস্কন্ধ —

হামিদা। শিরোপরি নাহি কেশের গন্ধ—

সারিয়া। সখীরে তোমার কপাল মন্দ—

হামিদা। জানি সখি তাহা জানি গো ;

সারিয়া। নাহি যদি পাও তাঁহারে—

হামিদা। তোমার ভাগ্য বলিয়া মানি গো।

ভৈরবী-আশাবরী—চৌতাল

কি দিয়ে সাজাব মধুর মূরতি, কি সাজ মিলিবে উহারি সাথ রে।
কঠিন হীরা-হেম-রজতে সাজায়ে পূরে না মনের সাধ রে।
তবে, আয় দি' প্রভাত-কনক-কিরণে অতুল, উজল মুকুট গড়ায়ে,
স্নিগ্ধ বিজলী ঘন হ'তে পাড়ি', গাঁথি' হার গলে দি' পরায়ে।
জলধিনীলে অঞ্জন করি' দি' ও আঁখি-অপাঙ্গে বুলায়ে,
কুড়ায়ে তারা-হীরা-ভাতি চারু কর্ণে দুল দি' দুলায়ে;
পূর্ণচন্দ্ররেখারচিত, কোমল করে বলয় রাজিবে;
বিহগ-কূজন-গঠিত নূপুর চুম্বি' যুগল চরণে বাজিবে।
মেখলা—দিব ভানুলেখা আনি' নবঘন স্নেহে সিনায়ে;
দিব রে বসন—সান্ধ্য মেঘে রঞ্জিত রবির ঘুমটি বিনায়ে;
চরণের তলে দিব অলক্তক—কবির গীত ভকতি রাশি;
দিব ও অধরে অধররাগ—কিশোর প্রেমস্বপন হাসি।

হৃদয়ে হৃদয়ে মিশে গেছে আজ
　　　　প্রাণে মিশে গেছে প্রাণ।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাবের নদী
　　　　বহিছে উজান। (ওলো সই)
　　জাগিছে বর্ণে মধুর গন্ধ
　　মধুর ভাবেতে বহিছে ছন্দ,
　　কাঁপে সুরলয়ে মহা আনন্দ,
　　　　—উঠিছে গভীর গান;
সুকণ্ঠ সাধা, সুরে-সুর বাঁধা
　　　　—উঠিছে গভীর গান।
　　শৌর্য্যে মিশেছে রূপের রাশি,
　　রৌদ্রে মিশেছে ফুলের হাসি,
　　মহান্ আবেগে বিষাদ বিরাগ
　　　　হ'য়ে গেছে অবসান;
প্রণবের নব প্রভাতে রজনী
　　　　হ'য়ে গেছে অবসান॥

বসন্ত—ঝাপতাল

আধার জোয়াব আসে ঐ ধীরে ধীরে তায়
সোণার জগতখানি কূলে কূলে ছেয়ে যায়।
সে জোয়াবে আসি ভাসি,
অনন্ত আলোক রাশি,
অনন্ত অভয়ভবা দিব্য হাসি নীলিমায়,
ঘরে ঘরে শান্তি স্থপ্তি প্রীতি সুধা বসুধায়।
সন্ধ্যাব সেতুর 'পরে,
এমনি এমনি করে',
তা'র পথ চাহি' চাহি' দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে হায়,
আমি শুধু ফিরে যাই নিতি নব নিরাশায়।

গান

নিশা। এস এস সখী সন্ধ্যার তারা

মুখে ল'য়ে মৃদু-মধুর হাসি।

শুক। আলোক সাগরে এই যে গো আমি,

আঁধার জোয়ারে এসেছি ভাসি'

নিশা। সোণার আকাশ দেখ না চেয়ে—

ধূসর বরণে আসিছে ছেয়ে,

—সখীরা কোথায়?

তারা। এই যে এসেছি

যেমতি নিত্য নিশীথে আসি।

তারাকুল।

গভীর নিশীথে অসীমে গগনে

আমরা যে গান গাই;

আলোক-বিন্দু হইয়ে ধরায়

ঝরিয়ে পড়ে গো তাই।

আমাদের আছে ঘেরি' চারিধার,

কেবল আঁধার—কেবল আঁধার—

রাশি রাশি রাশি কেবল আঁধার—

নাই, আর কিছুই নাই;

তাহার মধ্যে হইতে অনাদি

সে গান শুনিতে পাই।

হুজীর। নিয়ে বারো হাজার তুরুক সোয়ার
সোরাব এল সবাই কয়।
আফ্রিদ্। তার উদ্দেশ্যটা ?—
হুজীর। ঠেক্‌ছে যেন কর্‌তে চায় এ দুর্গজয়।
আফ্রিদ্। তোমরা কেন অলস এবে, যুদ্ধ কর—
হুজীর। দেখ্‌ছি ভেবে,
আফ্রিদ্। বিনা যুদ্ধে দুর্গ ছেড়ে দেবে !
হুজীর। সত্যি সত্যি তাও কি হয় ?
আফ্রিদ্। পর বর্ম্ম চর্ম্ম শিরস্ত্রাণ—
লও ভল্ল অসি ধনুর্ব্বাণ ;
হুজীর। যাঁর ইচ্ছা তিনি যুদ্ধে যান।
আফ্রিদ্। সেনাপতি !
হুজীর। যিনি চান—
আস্থন, এ পদ কর্চ্ছি দান ;
আফ্রিদ্। দেশের জন্য দিচ্ছ প্রাণ—
হুজীর। প্রাণটী এমন তুচ্ছ নয়।

আমরা নাচিতে নাচিতে নামিয়া আসি।
যখন অসীম আকাশ ব্যেপে
পিঙ্গল আভা ওঠে সে কেঁপে,
গুরু গুরু গুরু গরজি গগনে
ঘেরে ঘন ঘোর বারিদ রাশি।
ঝর্ ঝর্ ঝর্ তর্ তর্ তর্
তাথিয়া তাথিয়া থিয়া,—
পড়ি ধরণীর তৃষিত অধরে, শূন্য আকাশ দিয়া;
আমরা, তুচ্ছ করিয়া মেঘের ভ্রূকুটি,
ঝঞ্ঝাপৃষ্ঠে চড়ি' যাই ছুটি';
যখন গগন গরজে সঘন,
করতালি দিয়ে আমরা হাসি।
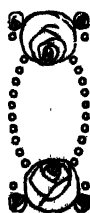
বেহাগ—একতালা

বাজ্ ভেরী আজ উচ্চ নিনাদে, উড়ুক্ পতাকা মৃত্যু আঁকা।
নাচুক্ তাথিয়া থিয়া থিয়া থিয়া 'বিজয়' নরের রক্ত মাখা।
যাক্ ঘুরে যাক্ বিধির নিয়ম, আজ আছে নারী কাল আছে যম,
বাজিস্ যে ভেরী ঝম্ ঝম্ ঝম্ শুধু সে রোদন ঢাকিয়ে রাখা।
বাজ্ ভেরী বাজ্ ঝনন্ ঝনন্, সনন্ সনন্ ঘুরুক্ চাকা।
না উঠিলে সনে কারো হাহাকার, সুখটী পূর্ণ হয়নাক আর ;—
বলিহারি বিধি বিধাতা তোমার—এখন সে কথা থাকুক্ ঢাকা ;
জীবন মরিবে, মরণ বাঁচিবে, নৃত্য কাঁদিবে, রোদন নাচিবে,
আকাশের তারা খসিবে, উড়িবে ধরণীর ধূলি মেলিয়া পাখা।
বাজ্ ভেরী বাজ্ ঝনন্ ঝনন্, সনন্ সনন্ ঘুরুক্ চাকা।

ছায়ানট্—একতালা

কেন তারি তরে আঁখি ঝরে মোর,
মন ফিরে ফিরে যায় তারি পাশে।
আমার হবার সে ত কভু নয়,
তবু মন তারে কেন ভাল বাসে।
সে যে, সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ,
তবু তারে কেন পাবার এ সাধ
আমাদের মাঝে পর্ব্বতের বাঁধ,
মহা অবসাদে মন ছেয়ে আসে।

গান

চল চল যাই আমরা সবাই ইরাণের বীর নারীগণ।
নাচিব রঙ্গে রণ-তরঙ্গে, এইখানে শেষ নহে রণ।
একটি যুদ্ধে নয় এর শেষ, এক পরাজয়ে যায়নাক দেশ,
হয়েছি বিফল একবার যদি, করিব নবীন আয়োজন ;
বর্ম্মে সাজাব এই বরতনু, এ কোমল করে লব শরধনু ;
বিজলীর মত যার ঝলসিয়া জ্বলিয়া, ধাধিয়া তু'নয়ন ;
করিব দুর্গ পুনঃ অবরোধ, লব প্রতিশোধ লব প্রতিশোধ,
শুনহে তুরাণ শুনহে ইরাণ রমণীর এই দৃঢ় পণ ;
উড়াও নিশান, বাজাও বিষাণ, গাও তবে আজ গাও এই গান ;
যতদিন মান ততদিন প্রাণ—নহিলে কি ছার এ জীবন।

সুখের স্রোতে ভাসিয়ে দেব আমরা আজি বীরের প্রাণে।
সুনীল আকাশ শ্যামল ভুবন ছেয়ে দেব গানে গানে।
আকাশ থেকে শুনবে তারা, মানুষ হবে মাতোয়ারা,
হয়ে যাবে আপনহারা বিশ্বে আছে যে যেখানে।
কানন পাহাড় উঠ্‌বে নেচে, আপ্‌নি মরণ উঠ্‌বে বেঁচে,
সকল দুঃখ ডুবে গেছে সুখের গীতি সুধাপানে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ

আমি র'ব চিরদিন তব পথ চাহি,
ফিরে দেখা পাই আর না পাই।
দূরে থাক কাছে থাক, মনে রাখ নাহি রাখ,
আর কিছু চাহিনাক, আর কোনও সাধ নাহি।
অবহেলা অপমান, বুক পেতে লব, প্রাণ!
ভালবেসেছিলে, জানি, মনে শুধু রবে তাই;
আমি তবু তব লাগি', নিশি নিশি র'ব জাগি',
এমনই যুগ যুগ জনম জনম বাহি।

ওগো, আমরা ভুবন ভোলাতে আসি।
ওগো, কখন আমরা গৃহের লক্ষ্মী, কখন আমরা সর্ব্বনাশী।
আমরা, আধেক কঠিন, আধেক তরল, আধেক অমিয়া,
আধেক গরল,
আধেক কুটিল, আধেক সরল,
আধেক অশ্রু, আধেক হাসি।
আমরা, ঝঞ্ঝার মত অধীর বিরাট, মলয়ের মত স্নিগ্ধ শান্ত;
আমরা, বজ্রের মত ভীষণ অন্ধ, কুসুমের মত কোমল কান্ত।
আমরা, আনি ঘরে যত আপদ বালাই;
ব্যাধির মত আসিয়া জ্বালাই;
দাসীর মত সেবা করি (এসে) দেবীর মত ভালবাসি।

ঢাল সুধা ঢাল ভর পিয়ালা,
জুড়াই আজ এ প্রাণের জ্বালা।
শোক অপমান নাই—কিছু নাই—সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই ;
সুখের পাথার, দেব রে সাঁতার, বিষাদ বিরাগ ছুটিয়া পালা--
আয়রে প্রাণের সুহৃৎ আমার, যশ মান সুখ মিছা সে কি ছার।
ঢাল সুধা ঢাল ঢালরে আবার, দে ঐ পাত্র অমিয়া ঢালা !
কিসের জীবন !—সে ত এ সুরার বিম্বের মত উঠে পড়ে, আর,
কিসের বিজয় কঙ্কালসার গলে কঙ্কাল মুণ্ডমালা—
বাজাস্ ডঙ্কা যতই না—ঠিক্ চলেছিস্ সেই মৃত্যুর দিক্,
যতই বাঁচিস্, ততই মরিস্, যতই ভাবিস্ ততই জ্বালা।

ভৈরবী—কাওয়ালী

একটু আলো ও একটু আঁধার, একটু সুখ ও একটু ব্যথা—
না কহিতে হায় ফুরায়ে যায়—একটু প্রাণের একটু কথা।
একটু আলাপ কলহ বিলাপ, একটু বিশ্বাস, আশা, ভয়, গো—
সাঙ্গ এ নাটিকা, পড়ে যবনিকা, ফুরাইয়ে যায় অভিনয় গো।
একটু হৃদির একটু স্পন্দন—স্তব্ধ হ'য়ে যায় পরে সব ;
একটু হাসি একটু ক্রন্দন—থেমে যায় এই কলরব।
ধনের গৌরব, যশের গৌরব, রূপের গরিমা, সবই হায় গো—
এক সঙ্গে শেষে চোখের নিমেষে ধূ ধূ ধূ ধূ করে' পুড়ে যায় গো।

ভৈরবী—দাদ্‌রা

বঁধুহে আর কোরোনা রাত।
শুকিয়ে যাচ্ছে তোমার বাড়া ভাত।
তুমি খেলে আমি খাবো, এ কথা না মূলে ভাবো,
কখন্ আমি শুতে যাবো, (তাই) ভাব্‌ছি দিয়ে মাথায় হাত।
ছেলেরা সব নাইক বাড়ী, মেয়ে আছে জেগে,—
দাসী কর্চ্ছে বকাবকি— আমি যাচ্ছি রেগে ;—
ঘরের মধ্যে বিষম মশা, অসাধ্য এখানে বসা,
বিরহিণীর দশ দশা জানোই ত প্রাণনাথ।

মিশ্র ইমন্—কাওয়ালী

এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু কাব্য পড়েছি,
অমনি নিজেরই মাথা খেয়ে বসেছি।
শুনেছি তার বরণ কালো, কিন্তু তার চেহারা ভালো ;
ওগো বল, আমি—তারে নিয়ে দেশ ছেড়ে যাবো কি ?
শুধু বারান্দায় যাচ্ছিল সে, "হুঁ হুঁ" করে' ভৈরবী ভাঁজ্‌ছিল সে ;
তাই শুনে বাপ্—দুই তিন ধাপ্, ডিঙিয়ে এলাম মেরে এক লাফ্—
উপরতলায় যে খুসী সে যায়, ভুনি খিচুড়ী যে খুসী সে খায় ;
সখি বল, আমি—আদা দিয়ে কচুপোড়া খাব কি ?

খাম্বাজ—কাওয়ালী

ওহে প্রাণনাথ পতি তুমি কোথায় গেলে গো।
এ ভব-সংসার মাঝে আমায় একা ফেলে গো।
রাস্তা ভারি এঁকাবেঁকা, কেমনে চলিব একা,
প্রাণপতি দাও হে দেখা (পায়ে) দিওনাক ঠেলে গো।
রেঁধেছি ইলিশ মৎস্য, খিচুড়ী ও ছাগবৎস,
একা আমারই খেতে হবে (ওগো) তুমি নাহি খেলে গো।
পাকা কলপ দিয়ে মাথে, কে হাস্‌বে আর বাঁধা দাঁতে,
প'রে মিহি কালাপেড়ে, যেন কচি ছেলে গো।
হাত দুইখানি ধরি', কে ডাকিবে "প্রাণেশ্বরি" ?
আহা, উহু, ওহো মরি—তুমি নাহি এলে গো।
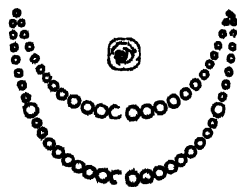
খাম্বাজ—জলদ্ একতালা

আরে আরে সেঁইয়া ইস্‌মে কেয়া কাম্।
ইসি জাড়ামে মুঝ্‌কো কুছ্ দেনা ইনাম্।
হাত্‌মে দে চুড়ি আওর কান্‌মে দে ঢুল,
গলামে দে হাস্‌লি আওর নাক্‌কে দে ফুল,
মেরি জান হো জায়গি বড়ি মস্‌গুল্,
বড়ি পিয়ার তোম্‌কো করেঙ্গী হাম্।

বাউল—একতালা

ওরে সিন্দুক-ভরা টাকা—
মিছে বন্ধ ক'রে রাখা।
যদি, লাগ্‌ল না কার উপকারে, এলোনাক ব্যবহারে,
সে টাকা ত ধনীর ঘাড়ে শুধুই মুটের ঝাঁকা।
যে, টাকার জন্য মর্চ্ছ ভেবে,
বারো ভূতে উড়িয়ে দেবে,
তোমার ভাগ্যে রইল শুধুই উপোস করে' থাকা।
ওরে টাকার উচিত ব্যবহারে
রীতিমত আয়ু বাড়ে,
এই কথাটি একেবারে বলে' গেলাম পাকা।

সে আসে ধেয়ে, এন্ ডি ঘোষের মেয়ে,
ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্ —চায়ের গন্ধ পেয়ে।
কুঞ্চিত ঘন কেশে, বোম্বাই শাড়ী বেশে,
খট্-মট বুটশোভিতপদ-শব্দিত ম্যাটিনেএ !
বঞ্চিত নহে, সঞ্চিত কেক বিস্কুট তার প্লেটে ;
অঞ্চল বাঁধা ব্রোচে, রুমালেতে মুখ মোছে,
জবাকুসুমের গন্ধ ছুটিছে ড্রই-রুম্‌টি ছেয়ে।

গৌরী—কাওয়ালী

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি,
তুমি leisure মাফিক বাসিও।
আমি নিশিদিন বেঁধে ব'সে আছি,
তুমি যখন হয় খেতে আসিও।
আমি সারা নিশি তব লাগিয়া,
র'ব চটিয়া মটিয়া রাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে এসে দাঁত বের করে' হাসিও।

মিশ্র খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা

আর তো চাটগাঁয় যাবো না ভাই, যেতে প্রাণ নাহি চায়।
চাটগাঁর খেলা ফুরিয়ে গেছে, তাই এসেছি কল্‌কাতায়।
চাকর পেয়েছি, বামুন পেয়েছি, চাটগাঁর খেলা ভুলে গেছি ভাই,
তোমরা সবাই ভোগো গিয়ে পিলে আর ম্যালেরিয়ায়;
খাঁটি কথা—যাচ্ছি না আর তোমাদের ঐ চাটগাঁয়!
এই ছড়ি নে এই ছাতা নে, আপাততঃ বিদায় দে ভাই,
তোমরা সবাই সোজা হ'য়ে দাঁড়িও রে সেওড়াতলায়'—
ঠানদিদিকে বোলো নেপাল বেঁচে আছে টাঁয় টাঁয়।

গান
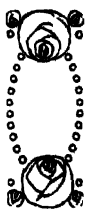
এসো হে, বঁধুয়া আমার এসো হে,
ওহে কৃষ্ণবরণ এসো হে,
ওহে দন্তমাণিক এসো হে ;
এসো সরিষাতৈল-স্নিগ্ধকান্তি, পমেটম চুলে এসো হে।
ওহে লম্পটবর এসো হে,
কহে বঙ্কেশ্বর এসো হে ,
ওহে কলমজীবী নভেল-পাঠক—ঘরে ঝাঁটা খেতে এসো হে।
ওহে কম্ফর্ট গলে এসো হে,
ওহে পেড়ে ওড়নায় এসো হে ;
ওহে অঞ্চলদড়িবন্ধন গরু, গোয়ালেতে ফিরে এসো হে,
এসো পূজার ছুটিতে এসো হে ;
ওহে বড়দিনে ফিরে এসো হে ;
এসো Good Fridayতে Privilege leave,
French leave নিয়ে এসো হে।

ভৈঁরো—একতালা

এখনও তপন উঠেনি গগনে পূরব ভাগে ;
এখনও ধরণী চেয়ে আছে পথ তাহার লাগি'।
এখনও নীরব তিমির জড়িত নিবিড় কুঞ্জ,
এখনও ঘুমায় শাখায় শাখায় মধুপপুঞ্জ,
শুধু আছে চাহি' মেঘকুল, সাজি' ভূষিত অরুণকিরণ-রাগে
ধীরে ধীরে ঐ উঠিল গগনে দিবসরাজ ;
ছড়ায়ে পড়িল মহিমার ছটা ভুবন মাঝ ;
অমনি উঠিল কাননে কাননে বিহগ ছন্দ,
অমনি ছুটিল কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম গন্ধ,
ঢুলিল চামর শীতল সমীর পরশে ভুবন উঠিল জাগি'।

—সম্মুখে সেই পশ্চাতে সেই অসীম তিমিররাশি।
স্ফুলিঙ্গ সম এ আঁধারে মোরা কোথা হ'তে ছুটে আসি।
কতটুকু পথ আলোকিত করি—কিছু দেখিতে না পাই।
এ আঁধারে পথ খুঁজিতে খুঁজিতে এ আঁধারে মিশে যাই।
অস্ফুট ভাতি-উপহাস করি, প্রদীপশিখার পাছে,
বিরাট মরণ সমান বিরাট আঁধার জাগিয়া আছে ;
মহাসমুদ্র আঘাতে ক্ষুদ্র তরণী ভাঙ্গিয়া যায়,
নিভে যায় ক্ষীণ নক্ষত্র ও দিগন্ত নীলিমায়।

কীর্ত্তন

(—আহা কিবা মানিয়েছে রে—
ওহো কিবা মানিয়েছে।)

যেন মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু,
যেন কৃষ্ণের পাশে বলরাম ; (ব্রজের কুঞ্জবনে)
যেন নাচের সঙ্গে তবলার চাঁটি,
আর টপ্পার সুরে হরিনাম। (বাহবারে বাহবা)

যেন কপির সঙ্গে মটর সুঁটি,
যেন ক্ষীরের সঙ্গে পাকা আম ; (বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসে)
যেন মুড়ীর সঙ্গে পাঁপর ভাজা,
আর মদের সঙ্গে হরিনাম। (বাহবারে বাহবা)

যেন জ্বরের সঙ্গে বিসূচিকা,
যেন গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম ; (ও সেই দ্বাপর যুগে)
যেন বিয়ের সঙ্গে রসনচৌকী,
আর মরণকালে হরিনাম। (বাহবারে বাহবা)

সুরট মল্লার-কাওয়ালী

একি শ্যামল সুষমা, মধুময় বিশ্ব শিশির ঋতু অন্তে ;
নবঘনপল্লব কোকিলমুখর নিকুঞ্জ সুমধুর বসন্তে।
সুন্দর ধরণী, সুন্দর নীল সুনির্ম্মল অম্বর ভাতি,
অরুণ-কিরণ-অনুরঞ্জিত তরুণ জবা বনমালতী জাতি !
একি স্নিগ্ধ সুললিত বহে তনু শিহরি' পবন মৃদুমন্দ ;
একি স্বপ্ন বিজড়িতপদে পড়ি' মূর্চ্ছিত কুসুম সুগন্ধ ;
কার মুখচ্ছবি অরুণ কিরণ সহ হৃদয়ে উঠিছে ধীরে ;
কার নয়ন দুটি অঙ্কিত করিছে চম্পক সরসী-নীরে।
আনে কার স্পর্শসুখস্মৃতি, মলয়জ করি' অনুকম্পা ;
কার হাস্যটুকু করি' পরিলুণ্ঠন গর্ব্বিত বিকশিত চম্পা ;
কার প্রেমমধুর মৃদু অস্ফুট বাণী জাগে প্রাণে—
চপলপবনবিকম্পিতকিশলয়পল্লবমর্ম্মরতানে।

ভিতরে হাসিছে মুখরা যামিনী দীপমালা স্থখে গলায় পরিয়া ;
বাহিরে শিশিরঅশ্রুনয়না বিষাদিনী নিশা কাঁদে গুমরিয়া।
—ভিতরে আলোকশিখা চারিদিকে, ঠিকরিয়া পড়ে
মুকুরে স্ফটিকে ;
বাহিরে পড়িয়া অসীম আঁধার—বনপ্রান্তর ঘন আবরিয়া।
উছলে কক্ষে সঙ্গীতরব নৃত্যলহরী, রহিয়া রহিয়া ;
সুদূর মলয়ে নিঠুর শীতের কঠোর বাতাস যাইছে বহিয়া ;
তোরণস্তম্ভশিরে দোলে যবে গোলাপমালিকা কুলটা গরবে ;
—বিজন বিপিনে নিভৃতে নীরবে তিমিরে শেফালি
পড়িছে ঝরিয়া।

এ হৃদি কুঞ্জবনে তুমি রহ হে প্রাণসখা মম জীবন ভাতি !
নিখিল শান্ত নব, নিরতি নিভৃত সব, নীরব সে, দিন রাতি !
স্নিগ্ধবসন্তস্থসেবিত, পুষ্পিত চম্পক বেলা মালতী জাতি।
বিহর তথা মম হৃদয়বিলাসী ! শতফুলগন্ধে মাতি ;
রহ ঘিরি' মোরে তব ভুজডোরে হে চিরজীবনসাথী ;
দিব পিককূজন, মলয় সমীরণ, কুসুমহার দিব গাঁথি' ;
শয়ন তরে দিব শিশির-সুশীতল কিশলয়-কোমল এ বুক পাতি'।

এস তারামরী নিশি এস ধরা মাঝারে!
ব্যথিত পীড়িত প্রাণে ডাকি আমি তোমারে।
হুহু করি' হৃদিতলে দেখ কি আগুন জ্বলে,
তব শান্তিজলে দেবি নিভাও গো তাহারে।
হায় সে সময়ে হৃদে, হৃদয়ে যে শেল বিঁধে—
তোমা বিনা শান্তিময়ি জানাইব কাহারে!

ভৈরবী—কাওয়ালী

আমার আমার বলে' ডাকি, আমার এ ও আমার·তা;
তোমার নিয়ে তুমি থাক, নিওনাক আমার যা।
আমার বাড়ী আমার ভিটে, আমার যা তা বড়ই মিঠে;
আমার নিয়ে কাড়াকাড়ি, আমার নিয়ে ভাবনা।
আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বাবা আমার মা,
আমার পতি, আমার পত্নী;—সঙ্গে ত কেউ যাবে না।
আমার যত্নের দেহ ভবে তাও রেখে যেতে হবে;
আমার বলে' কারে ডাকি?—চোখ বুজ্‌লে কেউ কারো না।

খাম্বাজ—একতাল

কে পারে নিবারিতে হৃদয়েরই বেদনা,
সে বিনে নিজ করে দিয়াছে যে তাহারে ;
হৃদয়ে যে ঘোর আঁধারে ঘেরে,
কে নিবারে, যে তারে গেছে প্রাণে ঘিরে সে বিনে
নাহি আর মধু রে মধুর অধরে ;
শরত চাঁদিমা চরণে লুটায়ে অনাদরে :
হাসে কি গগন, ঘন ঘন আবরিলে তারে ?
বিফলে চন্দ্রমা তারারাজি ভায় হায় রে।

ঢালো, আরো ঢালো, আরো ঢালো, আরো ঢালো।
রূপের সঙ্গে তীব্রমদিরা লাগে ভালো ভারি লাগে ভালো।
স্বর্ণপাত্রে ঝর তুমি সুরা, সরসরক্ত-অধর মধুরা,
চুম্বন দাও শিরায় শিরায় লালসাবহ্নি জ্বালো জ্বালো।
আমরা ঢালিব রূপের আহুতি, জ্বলিবে দ্বিগুণ কামানল ;
কামের সাগরে উঠেছি আমরা উর্ব্বশী, তুমি হলাহল ;
আমরা ঝড়ের মত ব'য়ে যাই ; বন্যার মত এস তুমি ভাই।
সর্ব্বনাশটি না করিয়া আজ যাব না লো সখি যাব না লো।

শঙ্করা—জলদ একতালা

সুখের কথা বোলো না আর, বুঝিছি সুখ কেবল ফাঁকি,
দুঃখে আছি, আছি ভাল, দুঃখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সুখ দিয়ে যা'ন চোখের দেখা,
দু'দণ্ডের হাসি হেসে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি।
দয়া করে' মোর ঘরে সুখ পায়ের ধূলা ঝাড়েন যবে,
চোখের বারি চেপে রেখে মুখের হাসি হাস্‌তে হবে;
চোখে বারি দেখ্‌লে পরে, সুখ চলে' যান বিরাগভরে;
দুঃখ তখন কোলে ধরে' আদর করে' মুছায় আঁখি।

— —

হাম্বির—মধ্যমান

(ওগো) জানিস্‌ ত, তোরা বল্‌ কোথা সে, কোথা সে,
এ জগৎ মাঝে আমারে যে প্রাণের মত ভালবাসে।
নিদাঘ নিশীথে, ভোরে, আধ-জাগা ঘুমঘোরে,
আশোয়ারি তানের মত, প্রাণের কাছে ভেসে আসে।
আসে যায় সে হৃদে মম, সৈকতে লহরী সম,—
মন্দার-সৌরভের মত বসন্ত বাতাসে;
মাঝে মাঝে কাছে এসে, কি বলে' যায় ভালবেসে,
চাইলে পরে যায় সে মিশে ফুলের কোণে, চাঁদের পাশে।

খাম্বাজ—যৎ

বসিয়া বিজন বনে, বসন-আঁচল পাতি,
পরাতে আপন গলে, নিজমনে মালা গাঁথি।
তুষিতে আপন প্রাণ, নিজ মনে গাই গান ;
নিজ মনে করি খেলা, আপনারে ক'রে সাথী।
নিজ মনে কাঁদি হাসি, আপনারে ভালবাসি,
সোহাগ, আদর, মান, অভিমান, দিবারাতি।

ভীম-পলশ্রী—মধ্যমান

বাঁধি যত মন ভালবাসিব না তায়,
ততই এ প্রাণ তাঁরই চরণে লুটায়!
যতই ছাড়াতে চাই, ততই জড়িত হই-
যত বাঁধি বাঁধ—তত ভেঙ্গে যায়।

বারোয়া—ভরতঙ্গা

প্রেম যে মাখা বিষে, জানিতাম কি তায়!
তা' হ'লে কি পান করি' মরি যাতনায়!
প্রেমের সুখ যে সখি পলকে ফুরায়;
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়।
প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়,
প্রেমের কণ্টক-জ্বালা ঘুচিবার নয়।

খাম্বাজ—একতালা

(একি,) দীপমালা পরি' হাসিছে রূপসী এ মহানগরী সাজি'।
একি নিশীথ বনে ভবনে ভবনে, বাঁশরী উঠিছে বাজি'।
একি, কুসুমগন্ধ সমুচ্ছ্বসিত তোরণে, স্তম্ভে, প্রাঙ্গণে,
একি, রূপতরঙ্গ প্রাসাদের তটে উছলিয়া যায় আজি।
গায় "জয় জয় মোগলরাজ ভারতভূপতি জয়"
দক্ষিণে নীল ফেনিল সিন্ধু উত্তরে হিমালয়,
আজ, তার গৌরব পরিকীর্ত্তিত নগরে নগরে ভুবনে।
আজ, তার গৌরবে সমুদ্ভাসিত গগনে তারকারাজি।

কীর্ত্তন—একতালা

ভালবাসি যারে সে বাসিলে মোরে আমি চিরদিন তারি ;
চরণে ধূলি ধুয়ে দিতে তার দিব নয়নের বারি।
(তারে) দেবতা করিয়া হৃদয়ে রাখিব, রব তারি অনুরাগী ;
মরুভূমে জলে কাননে অনলে পশিব তাহার লাগি'।
ভালবাসি যারে সে না বাসে যদি তাহে অভিমান নাই রে ;
সুখে সে থাকুক্ চিরদিন তবু হবে দু'জনার ঠাঁই রে ;
নিরবধি কাল—হয়ত কখনও ভুলিব সে ভালবাসা ;
বিপুল জগৎ হয়ত কোথাও মিটিবে আমার আশা।

মিশ্র ভৈরবী—ঢিমা তেতালা

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে, পড়ে মনে।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন, কেন চাহি সেই জনে ?
এ নিখিল স্বর মাঝে, তারি স্বর কানে বাজে,
ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে।
মোহের মদিরা ঘোর, ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে মোর,
কেন রহে পিছে পড়ি' পাপবাঞ্ছা পরধনে।

পূরবী—যৎ

কোথা যাও হে দিনমণি আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও ভাই।
নিয়ে যদি গেলে চলে', তোমার সর্ব্ব গরিমাই।
চাহে কেবা রৈতে ভবে, আঁধার ছেয়ে আসে যবে!
—চাহে যে সে থাকুক্ পড়ে' আমি ত না রৈতে চাই।
তুফান মাঝে সিন্ধুনীরে আশার ভেলায় বেঁধে বুক,
থাকুক্ তারা যাদের কাছে বেঁচে থাকাই পরম সুখ;
যতদিন এ জীবন রাখি, আমি যেন সুখে থাকি,
সুখের বেলা ফুরিয়ে গেলে আমি যেন চলে' যাই।

মিশ্র খাম্বাজ—মধ্যমান

কেমনে কাটাব সারা রাতি রে সে বিনে সই!
—পলখ না হেরে যারে বাঁচিনে বাঁচিনে সই।
রাখি' এ হৃদয়পুরে, যারে, মনে হয় দূরে,
তারে দূরে রাখি র'ব কেমনে জানিনা সই।

ছায়ানট একতালা

হৃদয় আমার গোপন করে', আর ত লো সই রাখতে নারি।
এর গায়ে ঝড় উঠেছে, থর থর থর কাঁপছে বারি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৃত্য তুলে, ছাপিয়ে উঠে কূলে, কূলে,
বাঁধ দিয়ে এ মত্ত তুফান আর কি ধরে' রাখতে পারি।
মানের মানা শুনবো না আর মান অভিমান আর কি সাজে,
মনের তরী ভাসিয়ে দিয়ে ঝাঁপ দেবো এই তুফান মাঝে,
যাবো তার তরঙ্গে চড়ি', দেখবো গিয়ে কোথায় পড়ি;
জীবন যখন করেছি পণ সরমের ধার আর কি ধারি।

মেঘমল্লার—জলদ কাওয়ালী

ঘন ঘোর মেঘ আসি', ঘেরি' গগন,
বহে শীকরস্নিগ্ধ'চ্ছ্বসিত পবন,
নামে গভীর মন্দ্রে, গুরু গুরু গরজন।
ছুটি উন্মাদিনী ঝঞ্ঝা, এসে
বিশ্বতলে পড়ে—লুণ্ঠিত কেশে
—মুখে হা হা স্বন।
পিঙ্গল দামিনী মুহু'মুহু চমকে
ধাঁধি নয়ন— কড় কড় কড়কে
বজ্র সঘন।

বাহার—কাওয়ালা

এস প্রাণসখা এস প্রাণে,
মম দীর্ঘ বিরহ অবসানে।
কর, তৃষিত প্রাণ অভিষিক্ত, এব প্রেমসুধারস দানে।
বন, আকুল, বন ফুলগন্ধে, বন, মুখরিত, মর্ম্মর ছন্দে,
বহে শিহরি' পবন মৃদুমন্দ' গাহে' আকুল কোকিল
কুহু কুহু তানে।
একি জোৎস্না গর্ব্বিত শর্ব্বরী, একি পাণ্ডুর তারাপুঞ্জ,
একি সুন্দর নীরব মেদিনী, একি নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ,
বসে' আছি পাতি' মম অঞ্চল, অতি শঙ্কিত কম্পিত চঞ্চল
এস হে প্রিয় হে চিরবাঞ্ছিত!- মম প্রাণ অধীর
প্রবোধ না মানে।

ভূপালী—একতালা

আহা কি মাধুরী বিরাজে।

নন্দন কানন ভুবন মাঝে ॥

উঠে রূপ রঙ্গে, তরঙ্গ ভঙ্গে,

নৃত্য-বিঘূর্ণিত শত পেশোয়াজে—

মণ্ডিত মোহন বিচিত্র সাজে।

চরণে কিঙ্কিণি, রিনি নি রিনি ঝিনি

তালে তালে উঠে তাজ বেতাজে

বেণু বীণা ঘন মৃদঙ্গ বাজে॥

সিন্ধুড়া —একতালা

যাও সতি পতি কাছে—

পতি বিনা সতীর কি গতি আছে মা!

পৃথিবীর যত দুঃখ শোক দেহ সনে পুড়ে ভস্ম হোক্;

যাও মা অক্ষয় স্বর্গলোক মাঝে মা!

পতি বিনা সতীর কি গতি আছে মা!

দেখ ঐ গগনে দেবগণ করে সবে পুষ্প বরিষণ;

ঐ শুন জয়ভেরী ঘন বাজে মা!

পতি বিনা সতীর কি গতি আছে মা!

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী

যদি এসেছো এসেছো বঁধু হে—
দয়া করি' কুটীরে আমারি ;
আমি কি দিয়ে তুষিব ভূষিব তোমারে
—বুঝিতে না পারি।
আমি যাব কি ও হৃদি 'পর ছুটিয়া ?
আমি পড়িব কি পদতলে লুটিয়া ?
হাসিব, সাধিব, ঢালিব চরণে
—নয়নের বারি ?
যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমার, আশার অতীত গণি ;
আজি আঁধারে পথের ধূলার মাঝারে, কুড়ায়ে পেয়েছি মণি ;
যদি এসেছো দিব হৃদয়াসন পাতি' ;
দিব গলে নিতি নব প্রেমহার গাঁথি' ;
রহিব পড়িয়া দিবস রাতি হে
—চরণে তোমারি।

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা

এসো এসো বঁধু, বাঁধি বাহু ডোরে, এসো বুকে করে' রাখি।
বুকে ধরে' মোর আধ ঘুমঘোরে সুখে ভোর হ'য়ে থাকি।
মুছে যাক্ চোখে এ নিখিল সব,
প্রাণে প্রাণে আজ করি অনুভব,
মিলিত হৃদির মৃদু গীতিরব আধ নিমীলিত আঁখি।
বহুক্ বাহিরে পবন বেগে,
করুক গর্জ্জন অশনি মেঘে,
রবি শশী তারা হ'য়ে যাক্ হারা, আঁধারে ফেলুক ঢাকি'।
আমি তোমার বঁধু, তুমি আমার বঁধু, এই শুধু নিয়ে থাকি ;
বিশ্ব হ'তে সব লুপ্ত হ'য়ে যাক্— আর যা রহিল বাকি।

খাম্বাজ—একতালা

নীল গগন, চন্দ্রকিরণ, তারকাগণ রে!
হের নয়ন—হর্ষ মগন চারু ভুবন রে!
নিদ্রিত সব কূজন-রব, নীরব ভব রে!
মোহন নব হেরি বিভব মেদিনী তব রে!
বাহিত ঘন স্নিগ্ধপবন জোৎস্না মগন রে!
নন্দন-বন-তুল্য-ভুবন—মোহিত মন রে!

বাউল—একতালা

জীবনটা ত দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল।
এখন যদি সাহস থাকে, মরণটাকে দেখবি
তবে মরণটাকে দেখ্‌বি, তবে মরণটাকে দেখ্‌বি চ।।
পড়ে' আছে অসীম পাথার, সবাই তাতে দিচ্ছে সাঁতার,
অঙ্গ এলে অবশ হ'য়ে সবাই যাবে রসাতল।
উপরে ত গর্জ্জে ঢেউ, সে দণ্ডমাত্র নয়ক স্থির,
নীচে পড়ে' আছে অগাধ স্তব্ধ শান্ত সিন্ধুনীর--
এতদিন ত ঢেউয়ে ভেসে দিলি সাঁতার উপর দেশে—
ডুব দিয়ে আজ দেখ্‌ব নীচে কতখানি গভীর জল।

খাম্বাজ—মধ্যমান

ওরে, আর কেন বহে মলয় পবন আর কেন পাখী গায় গান!
আজি, হৃদয়কুঞ্জে সুখমধুমাস হ'য়ে গেছে যবে অবসান!
আজি, চলে' গেছে এক সঙ্গীত, ছিল ছেয়ে যা আকাশ ভুবনে—
আমার নয়ন হইতে নিভে গেছে জ্যোতি, হৃদয় হইতে গেছে প্রাণ

মিশ্র ইমন্—একতালা

অতুল চিরবিমোহন তুমি সুন্দর সুরধাম।
শত স্মিতপরীবিহরিত, কুসুমিত, সুশ্যাম।
শত শীতল ঘন নিকুঞ্জ, শত বিহঙ্গ-মুখরিত রে,
শত নির্ঝর ঝর্ঝর ঝঙ্কারিত অবিরাম।
—মলয়ানিলসেবিত মৃদু ভ্রমররূপরাশি রে—
বন উপবনময় শিহরিত গীতিগন্ধ হাসি রে;
হা অনাথা অমরাবতী! কি সুখে হতভাগিনী!
হাস হাস হাস তবু সুভূষিত অবিরাম।

সিন্ধু—মধ্যমান

কি শেল বিঁধে আমার হৃদে আমারই প্রাণ জানে গো।
কি যাতনা সেই বুঝে, যারই বক্ষে হানে গো।
মিশে আছে কি সে বিষ, শিরায় শিরায় অহর্নিশ,
ফিরে আছে কি আঁধার আমারই এ প্রাণে গো।
কিরণময় এক ভুবন মাঝে চলেছি এক ছায়া গো;
নীলাকাশে যাই গো ভেসে কালো মেঘের কায়া গো;
উঠে হাসি—মাঝে তার আমিই শুধু হাহাকার—
আমিই বিসংবাদী সুর এই বিশ্বের মধুর গানে গো।

ভৈরবী—জলদ কাওয়ালী

আজি, নূতন রতনে, ভূষণে যতনে,
প্রকৃতি সতীরে সাজায়ে দাও গো।
আজি, সাগরে, ভুবনে, আকাশে, পবনে,
নূতন কিরণ ছড়িয়ে দাও গো;
আজি, পুরাণো যা কিছু, দাও গো ঘুচিয়ে,
মলিন যা কিছু ফেল গো মুছিয়ে,
শ্যামলে, কোমলে, কনকে, হীরকে,
ভুবন ভূষিত করিয়ে দাও গো।
আজি, বীণায় মুরজে, স্বননে গরজে,
জাগিয়া উঠুক্ গীতি গো।
আজি, হৃদয় মাঝারে, জগত বাহিরে,
ভরিয়া উঠুক্ প্রীতি গো।
আজি, নূতন আলোকে, নূতন পুলকে,
দাও গো ভাসায়ে ভূলোকে দ্যুলোকে
নূতন হাসিতে বাসনা বাশিতে,
জীবন মরণ ভরিয়ে দাও গো।

ভূপালী—ঝং

গম্ভীর গরজন বাজে মৃদঙ্গে—
শিঞ্জিনী ঝিনি ঝিনি উছলে সঙ্গে।
সুন্দর, মনোহারী, চঞ্চল সারি সারি,
নাচিছে নটনারী—বিবিধ ভঙ্গে ;-
হাস্যে, হাস্যে, বিভ্রম রঙ্গে।
উঠ তবে সঙ্গীত তালে তালে—
ছাও গগন সে ঘন স্বরজালে ;
ছিঁড়িয়া বন্ধনে ফাটিকে ক্রন্দনে,
ক্রমে সে যাবে মিশি' আকাশ অঙ্গে,
শোক-বিনীরব তান তরঙ্গে।

মিশ্র ছায়ানট—ঢিমা তেতালা

—কেন ঝরে বারিধারা ঘনশ্যাম বরিষায়,
যদি না জাগাতে হাসি রাশি রাশি বসুধায় ?
তবু যদি হাসে ধরা মুখের সে হাসি হায়—
অন্তরে দারুণ জ্বালা জ্বলে' যায় জ্বলে' যায়।

খাম্বাজ—একতালা

আমরা এম্‌নিই এসে ভেসে যাই।
আলোর মতন, হাসির মতন, কুসুম-গন্ধ-রাশির মতন,
হাওয়ার মতন, নেশার মতন, ঢেউয়ের মতন এসে যাই।
আমরা অরুণ কনক কিরণে চড়িয়া নামি,
আমরা সান্ধ্য রবির কিরণে অস্তগামী;
আমরা শরত ইন্দ্রধনুর বরণে, জ্যোৎস্নার মত অলস চরণে,
চপলার মত চকিত চমকে চাহিয়া ক্ষণেক হেসে যাই।
আমরা স্নিগ্ধ, কান্ত, শান্তি, সুপ্তি ভরা,
আমরা আসি বটে তবু কাহারে দিই না ধরা,
আমরা শ্যামলে; শিশিরে, গগনের নীলে, গানে, সুগন্ধে;
কিরণে—নিখিলে,
স্বপ্নরাজ্য হ'তে এসে ভেসে স্বপ্নরাজ্য দেশে যাই।

নিতান্ত আমারই তবু যেন সে আমার নয়,
নিতি নিতি দেখি তবু নাই পাই পরিচয় ;
বুকের মাঝারে আছে, খুঁজিয়া না পাই কাছে,
অন্তরে রয়েছে সদা তবু কেন—কেন ভয় !
যত ভালোবাসি যেন তত ভালোবাসি নাই ;
যত পাই ভালোবাসা—আরো চাই আরো চাই,
পলকে তাহারে পাই, পলকে হারায়ে যাই,
মিলনে নিখিলহারা, বিরহে নিখিলময় ।
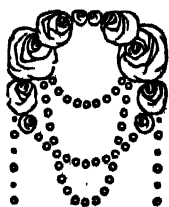
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর,
বিরাট দৈন্য দুঃখে, তাহার শৃঙ্গের সম অটল স্থির।
জ্বালিল সেখানে সেই দাবাগ্নি সে রূপবহ্নি পদ্মিনীর,
ঝাপিয়া পড়িল সে মহা আহবে যবন সৈন্য, ক্ষত্রবীর।
(কোরাস্)—
মেবার পাহাড় —উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় —রঞ্জিত করি' কাহার তীর,
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত অযুত যাহার ভক্তবীর।
চিতোর দুর্গ হইতে খেদায়ে ম্লেচ্ছ বাজায় গজনীর,
হরিয়া আনিল কন্যা তাহার বিজয়-গর্ব্বে বাপ্পা বীর!
(কোরাস্)—
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—গলিয়া পড়িছে হইয়া ক্ষীর;
সবার—সবার হইতে মধুর যাহার শস্য যাহার নীর।
যাহার কুঞ্জে বিহগ গাইছে গুঞ্জরি' স্তব যাহার শ্রীর,
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে সুরভি স্নিগ্ধ পবন ধীর।

(কোরাস্)—

মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—ধূম্র যাহার তুঙ্গ শির ;
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া ভাসায় যাহার কাননতীর।
মাধুরী বন্য কুসুমে জাগিয়া ঘুমায় অঙ্গে রমণী শ্রীর ;
শৌর্য্যে স্নেহে ও শুভ্রচরিতে কে সম মেবার-সুন্দরীর।

(কোরাস্)—

মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।
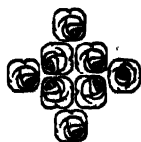
গৌরী—আড়াঠেকা

আয় রে আয় ভিখারীর বেশে এসেছি আজ তোদের কাছে.
হৃদয়ভরা প্রেম ল'য়ে আজ এ প্রাণে যা কিছু আছে।
এ প্রেমটুকু তোদের দিব, আর কিছু করি না আশা—
কেবল তোদের মুখের হাসি, কেবল তোদের ভালোবাসা !
নাহিক আর বিরস হৃদয়, নাহিক আর অশ্রুরাশি :
হৃদয়ে গড়ায় রে প্রেম, হৃদয়ে জড়ায় হাসি ;
ভাঙ্গা ঘরে শূন্য ভিতে শুনবি না আর দীর্ঘশ্বাসে।
কি দুঃখেতে কাঁদবে সে জন প্রাণভরে যে ভালোবাসে ?
আজ যেন রে প্রাণের ভিতর কাহারে বেসেছি ভালো ;
উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ মধুর আলো।

একতালা
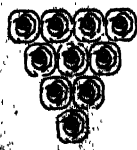
জাগো জাগো পুরনারী।
জিনিয়া সমর আসিছে অমর
বীরকুল তোমারি!
যদি, এসেছিল তারা করিতে ধ্বংস
মেবার চন্দ্র সূর্য্যবংশ;
গেছে তারা শুধু বঞ্চিত করি'
মেবারের তরবারি।
তারা যবনদর্প করিয়া খর্ব,
দীপ্ত করিয়া মেবার গর্ব,
এসেছে মেবার-ললাট হইতে
ঘন মেঘ অপসারি'।
আজি মেবারের মহামহিম অঙ্ক,
কর বিঘোষিত, বাজাও শঙ্খ,
বরিষ পুষ্প সৌধমঞ্চে—
দাঁড়াইয়া সারি সারি।
আরো, যারা পড়ে' আছে সমরক্ষেত্রে,
তাদের জন্য ভিজাও নেত্রে—
তাদের জন্য দাওগো—দুইটী
বিন্দু অশ্রুবারি।

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

নিখিল জগত সুন্দর সব পুলকিত তব দরশে।
অলস হৃদয় শিহরে তব কোমল কর-পরশে।
শূন্য ভুবন পুণ্যভরিত, দশদিক্ কলরব-মুখরিত,
গগন মুগ্ধ, চন্দ্র সূর্য্য শতধা মধু বরষে
চাহ—অমনি নববিকশিত পুষ্পিত বন পলকে,
হাস—উজ্জল সহসা সব, বিমল কিরণঝলকে,
কহ—স্নিগ্ধ অমিয়ভার, ক্ষরিত শত সহস্র ধার—
শুষ্ক শীর্ণ সরিৎ পূর্ণ নবযৌবন হরষে।
কেশে তব নৈশ নীল, অরুণভাতি বরণে;
অঙ্গে ঘিরি' মলয় পবন, শতদল ফুটি' চরণে;
কুসুমহারজড়িত পাণি, অধরে মৃদু মধুর বাণী,
আলয় তব সুশ্যামল নববসন্ত সরসে।

গৌরী—ঢিমা তেতালা

প্রেমে নর আপন হারায়, প্রেমে পর আপন হয়,
আদানে প্রেম হয়নাক হীন, দানে প্রেমের হয় না ক্ষয়।
প্রেমে রবি শশী উঠে, প্রেমে কুঞ্জে কুসুম ফুটে,
বনে বনে মলয় সনে পাখী গাহে প্রেমের জয়।
সাগর মিলে আকাশ তলে, আকাশ মিশে সাগর জলে,
প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে, প্রেমে নদী উজান বয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্যে আসে নেমে, মর্ত্ত্য স্বর্গে উঠে প্রেমে,
প্রেমে গান গগনভরা, প্রেমে কিরণ ভুবনময়।

জয়জয়ন্তী—চৌতাল

রাজরাজ মহারাজ মহীপতি শাস' ধরা অসীম প্রতাপে।
তব শৌর্য্যে যক্ষ রক্ষ অসুর সুর নর—ত্রিভুবন কাঁপে।
তব মহিমা গায় জগজন ;
করে মেঘ মৃদঙ্গ গরজন ;
করে আরতি আকাশে রবি শশী, টলে মহীধর তব পদদাপে।

খাম্বাজ—একতালা

উঠেছে ঐ নূতন বাতাস, চল্ লো কুঞ্জে ব্রজনারী।
বেজেছে ঐ শ্যামের বাঁশী, আর কি ঘরে রৈতে পারি।
কুঞ্জে পাখী গেয়ে উঠে গান,
বকুল গন্ধ দুকূল ছেয়ে আকুল করে প্রাণ,
(বহে) চাঁদের আলোয় ঝিকিমিকি যমুনার ঐ নীলবারি।
রাধার নামে বাঁশী সেধে,
(ওসে) আকুল হ'ল কেঁদে কেঁদে,
শত ভাঙ্গা মূর্চ্ছনাতে লুটিয়ে পড়ে মনের খেদে;
আয় লো ফেলে মিছে কাজে,
দেখি কোথায় বাঁশী বাজে,
(ওসে) কেমন চতুর দেখ্‌বো আজি, কেমন চতুর বংশীধারী।

ললিত—ঝাঁপতাল

অলক্ষিতে মুখে তার খেলে আলো জ্যোছনার,
উজলি মধুর ধরা বিকাশি মাধুরী তার।
যবে সেই রহে পাশে, ধরণী কেমন হাসে ;
চ'লে যায় অমনি সে হ'য়ে আসে অন্ধকার।
এ রহস্য গূঢ় তব ,—যায় যদি শশিকর,
যায় না কুসুম-গন্ধ, যায় নাক কলস্বর ;
বিহনে তাহার—সব থেমে যায়, গীতরব ;
শুকায় সৌরভ , যায় সব সুধা বসুধার।

মিশ্র মূলতান—মধ্যমান

কত ভালবাসি তায়—বলা হ'ল না।
বড় খেদ মনে র'য়ে গেল—বলা হ'ল না।
হৃদয়ে বহিল ঝড়, বাষ্প রোধিল স্বর ;
মনের কথা মনে র'য়ে গেল—বলা হ'ল না।
যদি ফুটিল না মুখ—কেন ভাঙিলি না বুক—
খুলে দেখালিনে প্রাণ—বলা হ'ল না।

ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর, ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।
এ মহা শ্মশানে ভগ্ন পরাণে আজি মা কি গান গাহিব আর!
মেবার পাহাড় হইতে তাহার নেমে গেছে এক গরিমা হায়!
ঘন মেঘরাশ, ঘেরিয়া আকাশ, হানিয়া তড়িৎ চলিয়া যায়।

(কোরাস্)—
মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার রক্ত নিশান উড়ে না আর,
এ হীন সজ্জা– এ ঘোর লজ্জা—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার!

গাহে নাকো আর কুঞ্জে তাহার পিকবর আজ হরষগান;
ফোটে নাকো ফুল, আসে না আকুল ভ্রমর করিতে সে মধুপান;
আর নাহি বয় শিহরি' মলয়; আর নাহি হাসে আকাশে চাঁদ;
মেবার নদীর ম্লান দুটী তীর, করে নাকো আর সে কলনাদ।

(কোরাস্)—
মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার রক্ত নিশান উড়ে না আর,
এ হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার!

মেবারের জন বিষাদ মগন; আঁধার বিজন নগর গ্রাম;
পুরবাসী সব মলিন নীরব; বিষাদ মগন সকল ধাম;

নাহি করে আর খর তরবার, আস্ফালন সে মেবার বীর ;
নাহি আর হাসি, ম্লান রূপরাশি, ত্রস্ত মেবার সুন্দরীর।

(কোরাস্)
মেবার পাহাড় শিখরে তাহার রক্ত নিশান উড়ে না আর,
এ হীন সজ্জা এ ঘোর লজ্জা— ঢেকে দে গভীর অন্ধকার !

এ ঘন আঁধার ! কিবা আছে তার ! সান্ত্বনা আর কে করে দান,
চারণ করিবে নিত্য সে গভীর অতীত মেবার মহিমা-গান !
গেছে যদি সব সুখ কলরব, অতীতের বাণী বাঁচিয়া থাক্।
চারণের মুখে সান্ত্বনা সুখে শূন্য মেবারে ধ্বনিয়া যাক্।

(কোরাস্)
মেবার পাহাড় শিখরে তাহার রক্ত নিশান উড়ে না আর,
এ হীন সজ্জা এ ঘোর লজ্জা ঢেকে দে গভীর অন্ধকার !

ভৈরবী—যৎ

এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালবাসি'—
এ ক্ষুদ্র হৃদয় হায় ! ধরে না ধরে না তায়—
আকুল অসীম প্রেমরাশি।
তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি',
রাখিনা কেনই যত কাছে ;
যুগল হৃদয়-মাঝে, কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে ?
এ ক্ষুদ্র জীবন মোর, এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর,
হেথা কি দিব এ ভালবাসা।
যত ভালবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই,
দিয়া প্রেম মিটেনাক আশা।
হউক অসীম স্থান, হউক অমর প্রাণ,
ঘুচে যাক্ সব অবরোধ,
তখন মিটাব আশা, দিব ঢালি' ভালবাসা,
জন্ম-ঋণ করি পরিশোধ।

ইমন্—একতালা

সেথা, গিয়াছেন তিনি সমরে, আনিতে জয়গৌরব জিনি',

সেথা, গিয়াছেন তিনি মহা আহ্বানে -

মানের চরণে প্রাণ বলিদানে,

মথিতে অমর মরণসিন্ধু, আজি গিয়াছেন তিনি।

(কোরাস)—

সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চ শির ;—

উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।

সেথা, গিয়াছেন তিনি করিতে রক্ষা শত্রুর নিমন্ত্রণে ;

সেথা, বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয়,

খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়,

ভ্রূকুটির সহ গর্জ্জন মিশে, রক্ত রক্ত সনে।

(কোরাস)—

সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চ শির ;—

উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।

সেথা, নাহি অনুনয, নাহি পলায়ন—সে ভীম সমর মাঝে ;
সেথা, রুধিররক্ত অসিত অঙ্গে,
মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে,
গভীর আর্ত্তনাদের সঙ্গে বিজয় বাদ্য বাজে।

(কোরাস্)
সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চ শির ,
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।

সেথা, গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা :
হেথা, হয়ত ফিরিতে জিনিয়া সমর,
হয়ত মরিয়া হইতে অমর,
সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া তুমিও মরিবে বালা।

(কোরাস্)
সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চ শির ;—
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।

কাওয়ালী

আজি এসেছি—আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে,
নিয়ে এই হাসি, রূপ, গান।
আজি, আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান।
আজি তোমার চরণতলে রাখি এ কুসুমহার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি, কর বঁধু কর তায় পান;
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ, ভালবাসা,
তোমাতে হউক অবসান।
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন-সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছলজলদলকলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান ;
আজি, এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভাল,
সে মরণ স্বরগ সমান।
আজি, তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবনতলে ডুবিয়ে মরিতে চাই,
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব বলে, আসিয়াছি তোমার নিধান;
আজি সব ভাষা সব বাক্,—নীরব হইয়া যাক্,
প্রাণে শুধু মিশে থাক্—প্রাণ।

ঝিঁঝিট—একতালা

আমি, সারা সকালটি বসে, বসে, এই সাধের মালাটি গেঁথেছি।
আমি, পরাব বলিয়ে তোমারই গলায়, মালাটি আমার গেঁথেছি।
আমি, সারা সকালটি করি নাই কিছু, করি নাই কিছু বঁধু আর,
শুধু, বকুলের তলে বসিয়া বিরলে, মালাটি আমার গেঁথেছি।
তখন, গাহিতেছিল সে তরুশাখা 'পরে সুললিত স্বরে পাপিয়া;
তখন, দুলিতেছিল সে তরুশাখা ধীরে, প্রভাত সমীরে কাঁপিয়া;
তখন, প্রভাতের হাসি পড়েছিল আসি', কুসুমকুঞ্জভবনে,
আমি, তার মাঝখানে, বসিয়া বিজনে, মালাটি আমার গেঁথেছি।
বঁধু মালাটি আমার গাঁথা নহে শুধু বকুল কুসুম কুড়ায়ে;
আছে, প্রভাতের প্রীতি, সমীরণ গীতি, কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে,
আছে, সবার উপরে মাখা তায় বঁধু, তব মধুময় হাসি গো;
ধর গলে ফুলহার, মালাটি তোমার, তোমারই কারণে গেঁথেছি।

বেহাগ খাম্বাজ—মধ্যমান

তুমি, বাঁধিয়া কি দিয়ে রেখেছ হৃদি এ,
(আমি) পারি না যে যেতে ছাড়ায়ে।
এ যে বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর
(কি) প্রিয় বাঞ্ছিত কারা এ।
এ যে চলে' যেতে বাধে চরণে,
এ যে, বিরহে বাজে স্মরণে,
কোথা, যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে,
চুম্বনের পাশে হারায়ে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা

বেলা ব'য়ে যায়—

ছোট মোদের পান্‌সী-তরী, সঙ্গেতে কে যাবি আয়।
দোলে হার—বকুল, যূথী দিয়ে গাঁথা সে,
রেশমী পাইল উড়্‌ছে মধুর মধুর বাতাসে;
হেল্‌ছে তরী, দুল্‌ছে তরী—ভেসে যাচ্ছে দরিয়ায়।
যাত্রী সব নূতন প্রেমিক, নূতন প্রেমে ভোর;
মুখে সব হাসির রেখা, চোখে ঘুমের ঘোর;
বাঁশীর ধ্বনি, হাসির ধ্বনি উঠ্‌ছে ছুটে ফোয়ারায়।
পশ্চিমে জ্বল্‌ছে আকাশ সাঁঝের তপনে;—
পূর্ব্বে ঐ বুন্‌ছে চন্দ্র মধুর স্বপনে;
কর্চ্ছে নদী কুলুধ্বনি, বইছে মৃদু মধুর বায়।

একতালা

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা ;—
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;

(কোরাস্)—

এমন দেশটী কোথায় খুঁজে পাবেনাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা !
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে !
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখীর ডাকে জেগে ;

(কোরাস্)—

এমন দেশটী কোথায় খুঁজে পাবেনাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় !
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে !
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে !

(কোরাস্)—

এমন দেশটী কোথায় খুঁজে পাবেনাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী ; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী ;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে ;

(কোরাস্)—
এমন দেশটী কোথায় খুঁজে পাবেনাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

ভা'য়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ
—ওমা তোমার চরণ দুটী বক্ষে আমার ধরি',
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি—

(কোরাস্)—
এমন দেশটী কোথায় খুঁজে পাবেনাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

মিশ্র ভূপালী— একতালা
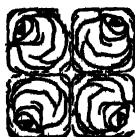
তুমি যে হে প্রাণের বঁধু—আমরা তোমায় ভালবাসি।
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা তাই, তোমার কাছে ছুটে আসি।
তুমি শুধু দিয়ো হাসি, আমরা দিব অশ্রুরাশি,
তুমি শুধু চেয়ে দেখ, বঁধু, আমরা কেমন ভালবাসি।
গাঁথি মালা শতদলে, দিব তব পদতলে,
তুমি হেসে ধর গলে, আমরা দেখবো তোমার মধুর হাসি;
তুমি কভু দয়া করে', বাজিও তোমার মোহন বাঁশী;
শুনতে তোমার বাঁশীর ধ্বনি, বঁধু! আমরা বড় ভালবাসি।
তুমি মোদের হোয়ো প্রভু, আমরা তোমার হব দাসী;
তুমি যে হে ব্রজের বঁধু, আর, আমরা যে গো ব্রজবাসী।
ভালবাস নাহি বাস, নইক তার অভিলাষী—
আমরা শুধু ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি।

খাম্বাজ—একতালা
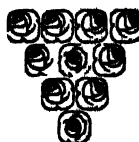
আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর নূতন গানে, নূতন পাতায়, নূতন ফুলে।
শুনি, পড়ে' প্রেমফাঁদে, তারা সব হাসে কাঁদে,
আমি শুধু কুড়োই হাসি সুখ-নদীর উপকূলে।
জানি না ত প্রেম কি সে, চাহি না সে মধুবিষে ;
আমি শুধু বেড়িয়ে বেড়াই, নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি,
তারার কিরণ, চাঁদের হাসি ;
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়, উড়িয়ে দে এই এলোচুলে।
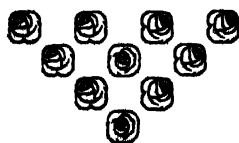
ইমন্‌—একতালা

যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে করকাধারা ;
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্রতারা ;
দীপ্ত করি' সে তিমির জাগে কাহার আননখানি—
আঁমার কুটীররাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী।
জ্যোৎস্নাহসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে ;
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি' ধরা মুগ্ধনয়নে চাহে ;
তখন স্মরণে বাজে কাহার মৃদুল মধুর বাণী—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আঁমার হৃদয়রাণী।
আঁধারে আলোকে, কাননে কুঞ্জে, নিখিল ভুবন মাঝে,
তাহারই হাসিটী ভাসে হৃদয়ে, তাহারই মুরলী বাজে ;
উজল করিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটীরখানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
দেখিব বিরহবিধুর অধরে মিলনমধুর হাসি,
শুনিব বিরহনীরব কণ্ঠে মিলনমুখর বাণী,—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।

কীর্ত্তন—একতালা

আর, কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা, মিছে কেন তার ভাবনা।
সে যে,সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ – আমিত তাহারে পাব না।
আজি, তবু তারে স্মরি', সতত শিহরি কেন আমি হতভাগিনী ;
কেন, এ প্রাণের মাঝে নিশিদিন বাজে, সেই এক মধুরাগিণী।
শুনি,—উঠে সেই গান নীরব মহান্, যায় সে আকাশ ছাপিয়া ;
দেখি, শুনি' সেই ধ্বনি, শিহরে ধরণী, তারাকুল উঠে কাঁপিয়া ;
আমি, চেয়ে থাকি—স্থির নীরব গভীর নির্ম্মল নীল নিশীথে ;
কেন—রহি' এ মহীতে সসীম হইতে চাহি সে অসীমে মিশিতে।
আমি পারি না ত হায়, ধূলায় গড়ায় তপ্ত অশ্রুবারি গো ;
তবে, কেন হেন যেচে, দুখ লই বেছে, কেন না ভুলিতে পারি গো।
—না না, তবু সেই দুখ জাগিয়া থাকুক্ আমরণ মম স্মরণে :
আমি, লভেছি যদি এ বিরস জীবন, লভিব সরস মরণে।

মিশ্র ইমন ভূপালী—জলদ্ কাওয়ালী

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী--
গর্জ্জে সিন্ধু ; চলিছে তরণী !—
গভীর রাত্রি, গাহিছে যাত্রী,
ভেদি' সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর !--
"ওঠ্ মা ওঠ্ মা দেখ্ মা চাহি'
এই ত এসেছি আর চিন্তা নাহি--
জননীহীনা কন্যা দীনা
ওঠ্ মা ওঠ্ মা প্রদীপটী ধর।
লঙ্ঘি' বনানী পর্ব্বতবাজি,
তোর কাছে এই আমি এসেছি.ত আজি।
কোথায় জননী ? গভীর রজনী,
গর্জ্জে অশনি, বহিছে ঝড়।
একি !—কুটীব যে মুক্তদ্বার !
নির্ব্বাণ দীপ ! --গৃহ অন্ধকার—
কোথায় জননী ! কোথায় জননী !
শূন্য যে শয্যা—শূন্য যে ঘর।"—
সে ধ্বনি উঠিয়া আর্ত্তনিনাদে,
বিধাতৃ চরণে পড়িয়া কাঁদে,
চরণাঘাতে বজ্র-নিপাতে
মূর্চ্ছিয়া পড়িল সে অবনী'পর।

খাম্বাজ—চৌতাল

আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে,
বাজাও মৃদঙ্গ গভীর ছন্দে,
পাল তুলে দাও, ভেসে যাব শুধু সাগরে জীবন-তরণী।
উলসি' উছলি উঠুক নৃত্য,
করুক সন্ধি জীবন মৃত্যু,
স্বর্গ নামিয়া আসুক মর্ত্ত্যে, স্বর্গে উঠুক ধরণী।
চঞ্চল-চল-চরণভঙ্গে
উঠুক লাস্য অঙ্গে অঙ্গে,
ফুটুক হাস্য সরস অধরে, ছুটুক ভাতি নয়নে,
উঠিয়া গীতি-মধুর-মন্দ্র
লুঠিয়া নিউক সূর্য্য চন্দ্র,
অসহ পুলকে উঠুক শিহরি' ধরণী অরুণবরণী।

মিশ্র দেশ—দাদরা

(ঐ) মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে, কাতর প্রাণে, "আয় চ'লে আয়,
ওরে আয় চ'লে আয় আমার পাশে" ॥
বলে "আয়রে ছুটে আয়রে ত্বরা, হেথা নাইক মৃত্যু নাইক জরা,
হেথা বাতাস গীতিগন্ধভরা চিরস্নিগ্ধ মধুমাসে,
হেথায় চির শ্যামল বসুন্ধরা, চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে ॥
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে;
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে,
আয় চ'লে আয় আমার পাশে ॥
কেন কারাগৃহে আছিস্ বন্ধ,
ওরে, ওরে মূঢ় ওরে অন্ধ!
ওরে, সেই সে পরমানন্দ যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে প'ড়ে আছিস্ পরবাসে!"

মিশ্র বাগেশ্রী— আড়া

সকল ব্যথায় ব্যথী আমি হই, তুমি হও সব সুখের ভাগী।
তুমি হাস আপন মনে, আমি কাঁদি তোমার লাগি'॥
সুখের স্বপন ঘুমে, ঘুমায়ে থাক গো তুমি,
আমি র'ব অধোমুখে, তোমার শিয়রে জাগি'।
তব শতমনোরথে, তোমার কিরণপথে,
দাঁড়াব না আমি আসি' তোমার করুণা মাগি'।
তুমি শুধু সুখে থাক, আমি কিছু চাহিনাক,
শুধু দূরে, অনাদরে, র'ব তব অনুরাগী॥

ইমন বিভাস—একতালা

তুমি হে আমার হৃদয়েশ্বর, তুমি হে আমার প্রাণ!
কি দিব তোমায়, যা আছে আমার, সকলই তোমারই দান।
চরণের লঘু ভঙ্গিম গতি,
হৃদয়ের বেগ কম্পিত অতি,
অধরের হাসি, নয়নের জ্যোতি,
কণ্ঠের মৃদু গান;
সকলই তোমারই দান, সে যে বঁধু! সকলই তোমারই দান।

যা আছে আমার—নয়নের ধার,
নিরাশার শ্বাস, হৃদয়ের ভার,
যাতনার বাণী, প্রাণের আধার,
জীবনের অপমান ;—
যা আছে আমার আমারই থাকুক,
করিব না মান এই হাসিমুখ,
শুধু দিব গান, শুধু দিব সুখ,
দিব আশা, যশ মান ;
হোক্ সে তোমারই দান, ওহে বঁধু হোক্ সে তোমারই দান।

চেয়ে দেখ ঐ সান্ধ্য আকাশে—
দিবসের আলো ম্লান হ'য়ে আসে ;
মিশে যায় আশা হতাশার শ্বাসে, থেমে যায় হাসি গান।
ফুরায়ে গিয়াছে যা ছিল আমার,
আর কেন বধূ চেয়োনাক আর,
আর কিছু নাই তোমারে দিবার, হ'ল দিবা অবসান।
লহ লহ তবে চরণে তোমার—এ জীবন বলিদান।

এই সব—হে অসীম ব্যোমবিহারী
দেবব্রহ্ম !— এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমারি
খণ্ডরূপ। মহাশূন্য অব্যয় অক্ষয়
তোমারি জ্যোতিতে কাঁপে। মহাশক্তিময় !
তোমারি শক্তিতে ঘোরে প্রদীপ্ত আকাশে
বিক্ষিপ্ত বিপুল পৃথ্বী। তোমারি নিশ্বাসে
প্রশ্বাসে অসীম বিশ্ব। নিত্য নিভে জ্বলে
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র তব পদতলে।
আসে যায় রাত্রি দিবা নিত্য,
নৃত্য করি আবর্ত্তে বসন্ত বর্ষা ধরণী উপরি।
গভীর গর্জ্জনে বজ্র তোমারি মহিমা
নির্ঘোষে। তোমারি সৌম্য নম্র মধুরিমা
সুগন্ধ কুসুমে হাসে। তুঙ্গ শৈলশির,
উচ্চ সানু, ঘন নীল জলধি গম্ভীর,
নির্ম্মল নির্ঝরকান্তি, ভূকম্প, ঝটিকা,
ধীর স্নিগ্ধ মলয়, মাধুরী মাধবিকা,
দুর্ভিক্ষ উলঙ্গ, শস্যশ্যামলতা ছবি,
মনুষ্য, পতঙ্গ, কীট, নগর অটবী,
ক্রোধ, স্নেহ, সুখ, দুঃখ ;—এ নিখিল ভূমি
সর্ব্ববিশ্বে, সর্ব্বভূতে—বিরাজিত তুমি।

সিন্ধুড়া—একতালা

আইল ঋতুরাজ সজনি, জ্যোৎস্নাময় মধুর রজনী,
বিপিনে কলগান মুরলী উঠিল বাজি'।
মৃদুমন্দসুগন্ধপবনশিহরিত তব কুঞ্জভবন,
কুহু কুহু কুহু ললিতগানমুখরিত বনরাজি।
পর সখি পর নীলাম্বর, পর সখি ফুলমালা;
চল সখি চল কুঞ্জে চল, বিরহবিধুরা বালা।
করিগে চল কুসুম চয়ন, রচিগে চল পুষ্পশয়ন,
ফিরিবে তব নাথ সজনি, হৃদয়ে তব আজি।

একতালা

যাচ্ছে ভেসে সাদা সাদা নীরদ সাঝের কিরণমাখা।
উড়্ছে যেন বিশ্বশোভার শুভ্ররঙ্গিন জয়-পতাকা।
আয় লো মোরা সঙ্গে ভেসে, চলে' যাই ঐ পরীর দেশে;
মলয় হাওয়ায় গা ঢেলে দেই, নীল আকাশে মেলিয়ে পাখা।
দেখ্না কেমন দেখ্তে মানুষ, দেখ্না কেমন দেখ্তে ধরা;
জীবনটা কি শুধুই ভাবা, শুধুই নীরস কার্য্য করা?
কি হবে রে সে সব জেনে, নে রে জীবন ভোগ করে' নে,
নৈলে জগৎ শুধুই ধূলো, জীবন শুধুই বেঁচে থাকা।

ঝিঁঝিট—একতালা

আমরা—মলয় বাতাসে ভেসে যাবো
শুধু কুসুমের মধু করিব পান ;
ঘুমাবো কেতকী-সুবাস-শয়নে, চাঁদের কিরণে করিব স্নান।
কবিতা করিবে আমাকে বীজন, প্রেম করিবে—স্বপ্ন সৃজন,
স্বর্গের পরী হবে সহচরী, দেবতা করিবে হৃদয় দান।
সন্ধ্যার মেঘে করিব দুকূল, ইন্দ্রধনুরে চন্দ্রহার ;
তারায় করিব কর্ণের দুল, জড়াবো গায়েতে অন্ধকার ;
বাষ্পের সনে আকাশে উঠিব, বৃষ্টির সনে ধরায় লুটিব,
সিন্ধুর সনে সাগরে ছুটিব, ঝঞ্ঝার সনে গাহিব গান।

সিন্ধু খাম্বাজ—ঝাপতাল।

কি বিষম মরুভূমি হোত জীবন, বৃথাই হোত ভবে আসা—
যদি না রৈত হেথা প্রাণের ভিতর ভুবনভরা ভালোবাসা!
প্রকৃতি, কুঞ্জে গাছে, লতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে,
শুধু এক, নানা বর্ণে, নানা গন্ধে ফুটে আছে ভালোবাসা।
ও শুধু, চিন্তা করা, হিসাব করা, অঙ্ক কসা, টাকা গোণা;
এ শুধু চক্ষু মুদে হেলান দিয়ে বিভোর হ'য়ে বাঁশী শোনা।
এ শুধু তর্ক করা, এ গলা জড়িয়ে ধরা,
এ শুধু, বুকে রাখা, চেয়ে থাকা—শুধু হাসা, শুধু হাসা।
ও শুধু, তুষ্ট করে, পুষ্ট করে—ক্ষুধায় শুধু খেতে পাওয়া;
এ শুধু মধু খাওয়া, মধু খাওয়া, চক্ষু মুদে মধু খাওয়া।
ও শুধু, ধূলায়, কাঁটায়, শুধু তাড়ায়, শুধু হাঁটায়;
এ শুধু জ্যোৎস্নালোকে মৃদুল হাওয়ায় নৌকা করে' জলে ভাসা।

মেঘমল্লার—ধামার

বন্দে রত্নপ্রভবমধিপং রাজবংশপ্রদীপং
শক্রত্রাসং প্রবলমতিশঃ ক্ষিমমৌলিং বরেণ্যম্।
ধন্যা কাশিস্ত্বয়ি সমুদিতে ধন্যমেতৎ কুটীরম্
আগচ্ছ স্বঃপ্রতিমনগরীং স্বাগতং তে ক্ষিতীশ।

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।
আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বালো।
রাখিস্ না আর মায়ায় ঘেরে, স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে দে রে—
উধাও হ'য়ে মিশিয়ে যাই, এমন রাত আর পাবো না লো।
পাপিয়ার ঐ আকুল তানে আকাশ ভুবন গেল ভেসে,
থামা এখন বীণার ধ্বনি, চুপ্ করে' শোন্ বাইরে এসে,
বুক এগিয়ে আসে মরণ, মায়ের মত ভালোবেসে
এখন যদি মরতে না পাই, তবে আমার মরণ ভালো।
সাঙ্গ আমার ধূলা-খেলা—সাঙ্গ আমার বেচা-কেনা,
এসেছি করে' হিসেব নিকেশ যাহার যত পাওনা দেনা।
আজি বড়ই শ্রান্ত আমি—ওমা কোলে তুলে নে না,
যেখানে ঐ অসীম সাদায়—মিশেছে ঐ অসীম কালো।

বাগেশ্রী কাওয়ালী

কি সুখে জীবন রাখি।
আমার, চন্দ্রসূর্য্য নিভে গেছে অন্ধ আমার দু'টি আঁখি।
দেখি শুধু চারিধার
ঘন ঘোর অন্ধকার,
কেন আর কেন আর কেন আর বেঁচে থাকি।

ভৈরবী কাওয়ালী

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
শ্যামবিটপিঘনতটবিপ্লাবিনি, ধূসরতরঙ্গভঙ্গে!
কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি' চরণ-যুগ মাই,
কত নরনারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি',
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে—কতশত যুগ যুগ বাহি',
করি' সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর শীতল পুণ্যতরঙ্গে।
নারদকীর্তনপুলকিতমাধববিগলিতকরুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্জটিজটিলজটা'পর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধার জ্যোতি প্রপাত তিমিরে—
নামি' ধরায় হিমাচলমূলে—মিশিলে সাগর সঙ্গে।
পরিহরি' ভবসুখদুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে—
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে!

শান্ত

ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা-বিভূতিভূষণ ত্রিশূলধারী।
ভুজঙ্গভৈরব বিষাণভীষণ ঈশান শঙ্কর শ্মশানচারী।
বামদেব শিতিকণ্ঠ উমাপতি ধূর্জটি পশুপতি রুদ্র পিনাকী,—
মহাদেব মৃড় শম্ভু বৃষধ্বজ ব্যোমকেশ ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি।
স্থাণু কপর্দ্দী শিব পরমেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গাধর স্মরহর
পঞ্চবক্ত্র্ হর শশাঙ্কশেখর কৃত্তিবাস কৈলাসবিহারী।

ভৈরো-কাওয়ালী

আজি সেই বৃন্দাবন কেন মনে পড়ে হায়!
আজি এ বিজন তীরে—সেই সব পুনরায়!
সেই যমুনার হাওয়া, সে সুবাসে ভেসে যাওয়া,
সে নীরব পথ চাওয়া, সে শারদ জ্যোৎস্নায়।
অধরে শুধু সে বাঁশী, অন্তরে শুধু সে হাসি,
শুনি শুধু জলরাশি—উছলিত যমুনায়।
সেই সব সেই সব করি আজ অনুভব—
কাহার নূপুর রব দূরে ঐ শোনা যায়।

কাফি- ঠুংরি

সে যে আমার নিখিল জগৎ, সে যে আমার অন্তঃস্থল ;
সে যে আমার মুখের হাসি, সে যে আমার চোখের জল।
সে যে আমার বুকের জ্বালা, সে যে আমার গলার হার ;
সে যে আমার চাঁদের আলো, সে যে আমার অন্ধকার।
সে যে আমার দুঃখের মরণ, সে যে আমার সুখের গান ;
সে যে আমার নিশার প্রভাত সে যে আমার অবসান
সে যে আমার ইহজীবন সে যে আমার পরপার—
সে যে আমার বিজয় ভেরী, সে যে আমার হাহাকার।

মিশ্র সিন্ধু—কাওয়ালী

যেন এম্‌নিই হেসে চলে' যাই।
বয়সের ত্রুটি, জরার ভ্রূকুটি—
চরণের তলে দলে' যাই।
আপনার দিকে ফিরেও চাবো না,
দুঃখের সীমা ঘেঁসেও যাবো না,
পাবো কি পাবো না রবে না ভাবনা,
পরের দুঃখে গলে' যাই।

খাম্বাজ ঢিমা—তেতালা

এবার তোরে চিনেছি মা, আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি!
ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা (এবার) পাঠিয়ে দিচ্ছি যমের বাড়ী।
ফেলেছিলি গোলক-ধাঁধায়—মা হ'য়ে কি এমন কাঁদায়!
(শেষে) ছেলের কান্না শুনে অমনি (ও তোর) কেঁদে উঠ্‌ল
মায়ের নাড়ী।

হাতে ধ'রে নিলি মোরে (আমি) ভাবনা ভীতি গেলাম ভুলে,
চোখের বারি মুছিয়ে দিয়ে (তখন) নিলি আমায় কোলে তুলে,
ভবার্ণবে দিশেহারা—পাচ্ছিলাম না কূল-কিনারা,
(তখন) দেখা দিলি ধ্রুবতারা (অমনি) তারা বলে'
দিলাম পাড়ি।
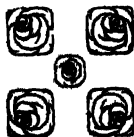
ইমন্—একতালা

আমি, চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্য গগনে
—ধীরে দিবা হয় অবসান।
আমি, নিভৃতে নয়ন-নীরে করি অভিষিক্ত নৈশ-উপাধান।
উষা অনাদরে এসে ফিরে যায়,
লাগে এসে বায়ু কিরণের গায়,
তন্দ্রাজড়িত অলস শ্রবণে পশে প্রভাতের পিকগান।
আমি, জানি না কাহারে বলিতে আপন,
তারা এসে হেসে চলে' যায় ;—
আমি, অপর কাহার জীবন যাপন
করি যেন এসে বসুধায়—
আমি, বেঁচে আছি —নাহি জানি কি কারণ,
—জীবন শুধুই জীবনধারণ ;
আমি, চাপিয়া চক্ষে রাখি আঁখিবারি,
চাপিয়া বক্ষে অপমান !

সিন্ধু কানাড়া—গৎ

আর কেন মা ডাকৃছ আমায়, এই যে এইছি তোমার কাছে।
আমায় নাও মা কোলে দাও মা চুমা এখন তোমার যত আছে।
সাঙ্গ হ'ল ধূলা-খেলা, হ'য়ে এল সন্ধ্যাবেলা,
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা এখন তোমায় হারাই পাছে!
আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে,
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি— মা তোমার ঐ বুকের মাঝে।
এবার যদি পেইছি শ্যামা, আর ত তোমায় ছাড়্‌ব না মা
ওমা, ঘরের ছেলে পরের কাছে মাকে ছেড়ে সে কি বাঁচে।

ভৈরবী—মধ্যমান

পেয়ে মাণিক হারালাম মা আমি অতি লক্ষ্মীছাড়া।
আঁধারে পথ দেখ্‌তে পাইনে, কোথায় আছিস্ দে মা সাড়া।
আপন যারা ছিল পাড়ায়—একে একে সরে' দাঁড়ায়,
তুইও শেষে যাস্‌নে ভেসে—ওমা এসে কাছে দাঁড়া।

বাগেশ্রী কানাড়া—আড়া

তোমারেই ভালবেসেছি আমি
তোমারেই ভালবাসিব।
তোমারই দুঃখে কাঁদিব সখে
তোমারই সুখে হাসিব।
তব স্নোজ্জ্বল-বিকশিত-শতদল—
বিতরিব তোমারই গৌরব পরিমল ;
সজলজলদজাল-ম্লান-গগন-তলে
তোমারই নয়নজলে ভাসিব।
মিলনে করিব তব চিত্তবিনোদন
তোমারই মিলন-গীতি গাহিয়া ;
বিরহে মলিনমুখে শূন্য নয়নে দুঃখে
রহিব তোমারি পথ চাহিয়া।
মেলেছি নয়ন তব জ্যোৎস্নার জাগরণে,
মুদিব নয়ন তব সুপ্ত নয়ন সনে,
জীবনে মরণে আমি তোমারই, তোমারই কাছে
জনমে জনমে ফিরে আসিব।

একি মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ, পবন মন্দ মন্থর—
একি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ পত্রপুঞ্জ মর্ম্মর।
একি নিখিল বিশ্বহাসি,--
একি সুরভি, স্নিগ্ধশিশিরসিক্ত কুসুম রাশি রাশি—
একি শ্যাম হসিত নব বিকশিত ঘন কিশলয় পল্লব—
একি সরিৎ বঙ্গ, শত তরঙ্গ নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।
কভু কোকিল মৃদুগীতে—
উঠে জাগি' শব্দ বিনিস্তব্ধ স্বপ্নময় নিশীথে--
উঠে বেণুগান মধুরতান করি' বিলাপ কম্পিত—
ঘন অবিশ্রান্ত -বিমলকান্ত নীল শান্ত অম্বর।
একি কোটি মুগ্ধতারা!
একি মধুর দৃশ্য--প্লাবি' বিশ্ব চন্দ্রকিরণ-ধারা—
একি স্তিমিত নয়ন, শিথিল শয়ন, অলসবিভল শর্ব্বরী—
শশী বাহুলগ্ন মুগ্ধ মগ্ন সুপ্ত স্বপ্ন সুন্দর।

ভৈরবী—কাওয়ালী

শুধু দু'দিনেরই খেলা।
ঘুম না ভাঙ্গিতে, আঁখি না মেলিতে,
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা
আশার ছলনে কত উঠি পড়ি,
কত কাঁদি হাসি, কত ভাঙ্গি গড়ি,
না বাঁধিতে ঘর হাটের ভিতর
ভেঙ্গে যায় এই সাধের মেলা।
আমাদেরও এই দেহ, প্রাণ, মন,
সুখ, দুঃখ, এই জীবন, মরণ,
—এও বিধাতার পুতুল খেলা,
—শুধু গড়া আর ভাঙ্গিয়া ফেলা!

ভৈরবী আশাবরী—যৎ

চরণ ধ'রে আছি প'ড়ে একবার চেয়ে দেখিস না মা,
মত্ত আছিস আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা।
একি খেলা খেলিস ঘুরে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতাল জুড়ে,
ভয়ে নিখিল মুদে আখি, চরণ ধ'রে ডাকে মা মা।
হাতে মা তোর মহা প্রলয়, পায়ে ভব আত্মহারা,
মুখে হা হা অট্টহাসি, অঙ্গ বেয়ে রক্ত ধারা।
তারা, ক্ষেমঙ্করী, শ্যামা, অভয়ে, অভয় দে মা,
কোলে তুলে নে মা শ্যামা, কোলে তুলে নে মা শ্যামা।
আয় মা এখন তারা রূপে স্মিত মুখে শুভ্র বাসে,
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে ;—
এত দিন ত' কালী, ভীমা,—তোরই পূজা করেছি মা,
পূজা আমার সাঙ্গ হ'ল, এখন মা তোর অসি নামা।

ভীমপলশ্রী—আড়া

এ জগতে আমি বড়ই একা, আমি বড়ই দীনা।
বিদেশিনী আমি হেথা, তোমা বে কারেও চিনি না।
দীর্ঘ দিবা অন্বেষণে, কান্ত দেহে শ্রান্ত প্রাণে,
তোমার কাছে এসে আসি, কে আছে আর তোমা বিনা।
ল'য়ে শত প্রাণের ক্ষত তোমার কাছে ছুটে আসি,
তোমার বুকে রাখ্তে মাথা তোমার মুখে দেখ্তে হাসি;
শুষ্ক ধরা, শূন্য ধরা, অসীম তাচ্ছিল্য ভরা,
তুমিও মুখ ফিরায়ো না, তুমিও কোরো না ঘৃণা।

ঘোর ঘোর আমার ঘানি।
আমি শুধু চক্ষু বজে কেবল টানি কেবল টানি।
কত বর্ষা শীতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ঘুরে ধরাখানি,
ঘোরে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা তুই বেটা ত ক্ষুদ্র প্রাণী;
আমরা ভব ঘোরে মর্চ্ছি ঘুরে কেন ঘুরি নাহি জানি।
জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে প্রাণটা হিঁচড়ে টেনে আনি,
এ প্রাণের তবুও ত না যায় ক্ষুধা কেন জানেন ভগবানই;
(হোক্) তবু যদি তোমার পানেই চক্ষু থাকে তবেই ঘোরা
ধন্য জানি।

কাফি —ঝাপতাল

এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল !
আকুল জীবনে সখে তুমি মানব সম্বল।
নিতান্ত ব্যথিত হলে, প্রাণেব সুহৃদ বলে,
ধবিয়ে তোমাব গলে কবি প্রাণ সুশীতল।
এসেছি ব্যথিত প্রাণে, আজ তব সন্নিধানে,
জ্বলে যে হৃদয়বহ্নি নিবাও সে চিতানল।
এস এস চিববন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল !

সোহিনী আড়া

কি সুখে বিহঙ্গবব ঢাল এত সুধাবাশি
এ দুখ-মরত ভূমে, ঘন কুঞ্জবনে বসি।
বুঝি এব দুখ সব, পশেনি হৃদয়ে তব,
তুলি তাই কণ্ঠরব গাওরে পিক উল্লাসি।
নরের মধুর গীত বিষাদ তানে মিশ্রিত
নির্ম্মল সুখ-সঙ্গীত শুনিতে তা অভিলাষী।
হয়ে ব্যথিত অন্তর এ গহনে পিকবর
শুনিতে ও মধুস্বর তাই এ বিজনে আসি।

আলেয়া—আড়া

এস শান্তিময়ি দেবি, দেও ক্রোড় সুকোমল।
তাপিত মস্তক রাখি করি প্রাণ সুশীতল।
কে জগতে তুমি বিনা, দুখেতে দিবে সান্ত্বনা
দরিদ্রের তুমি দেবি চির জীবন-সম্বল।
চির অশ্রুভরা আঁখি, ক্ষণিক মুদিত রাখি
প্রহরেক তরে মম মুছাও মা অশ্রুজল।
যুঝে যে তুফান সহ, হৃদি নদী অহরহ
ক্ষণেক হউক শান্ত প্রতিকূল উর্ম্মিদল।
বায়ূর্ম্মি-তাড়িত মম অন্তিমে মা পোত-সম
তুমি পোতাশ্রয় দেবি ধরিও এ বক্ষঃস্থল।

ভৈরবী—কাওয়ালী

কেন ভাগীরথী, হাসিয়ে হাসিয়ে, নাচিয়ে নাচিয়ে চলিয়ে যাও গো॥
ঢলিয়ে ঢলিয়ে সৈকত পুলিনে, বহি এ ভাবেতে কি সুখ পাও গো॥
নিরখি মা আজ ভারতের দশা, এ দুখে আনন্দে কি গান গাও গো॥
কি সুখে বল মা নালাম্বর পরি হরষিত মনে সাগরে ধাও গো।
অধীন ভারতে বহিওনা আর, এ কলঙ্করেখা মুছায়ে দেও গো।
উথলি তটিনী গভীর গরজে, সপুত ভারত হৃদয় ছাড়ো গো॥

গান

হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি ;
ভেব না কঠিন, যদি নাহি তাহে পরকাশি।
কি ফল প্রকাশে আর, তুমি নহে আপনার
অন্তরে অন্তরে জ্বালে জান কি অনলরাশি ?
জান কি তোমার লাগি কত চিত্ত অনুরাগী,
জ্বলে কি আছে এ ভস্ম কি স্ফুলিঙ্গ আবরিয়ে ?
তুমি আপনার নয় এ কথা কি প্রাণে সয় !
কি করি বিমুখ বিধি কাঁদি তাই লুকাইয়ে।
বিষাদে একাকী সদা নয়ন সলিলে ভাসি
হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি ॥

চন্দ্র

গগন ভূষণ তুমি জনগণ মনোহারী।
কোথা যাও নিশানাথ হে নীল নভোবিহারী।
হেসে হেসে, ভেসে ভেসে,
চলি' যাও কোন দেশে,
চারিধারে তারাহারে বহে ঘোরে সারি সারি।
হেলে দুলে, ঢলে ঢলে,
পড়িছ গগন তলে,
কি মধুর মনোহর শশধর বলিহারি।

নীহার

সুন্দর নীহার বিন্দু পবিত্র কোমল।
নীরবে নিশীথে ঝর ঝর নির্ম্মল।
নীহার কি স্বর্গবাসী, ফেলে এই অশ্রুরাশি,
তারাও কি কাঁদে শোকে হইয়ে বিহ্বল ?
কিম্বা তপ্তা রবিকরে, ধরার স্নানের তরে
আনেন রজনী দেবী বারি সুশীতল ;
কিম্বা বিভু প্রেমরাশি তরল হইয়ে আসি,
সুপ্ত ধরাতল মাঝে করে ঢল ঢল।

জন্মভূমি

বাগেশ্রী—আড়া

কি মাধুর্য্য জন্মভূমি জননি তোমার।
হেরিব কি তোমারে মা নয়নে আবার।
কতদিন আছি ছ'ড়ি,
তবু কি ভুলিতে পারি,
তবুও জাগিছ মাতঃ হৃদয়ে আমার।
লালিত শৈশব যথা যাপিত যৌবন,
ভুলিতে সে প্রিয় দৃশ্য চাহে কিগো মন,
প্রতি তরুলতা সনে
মিশ্রিত জড়িত মনে,
স্মৃতিচখে প্রিয় ছবি হেরি বার বার।
তোমা বিনা অন্য কারে মা বলে ডাকিতে,
কখন বাসনা মাতঃ নাহি হয় চিতে ;
অভূষণ শোভা রাশি,
মাতঃ তব ভালবাসি ;
চাই না সুরম্য স্থান নানা অলঙ্কার।
স্বর্গীয় মাধুর্য্যময় স্বদেশ আমার।

৯—প্রাণে প্রাণে মিশি

প্রাণে প্রাণে আছ মিশি প্রেমময়ি যার।
পারে পাসরিতে সে কি ও মূরতি আর।
যখনি তোমায় স্মরি,
বিয়োগের অশ্রুবারি
ভিজায়ে কপোল ঝরে নয়নে আমার!
আসিলাম যেই দিন ত্যজিয়ে তোমায়,
আলোড়িত চিত্ত মম আসিতে কি চায়;
যেন বিপরীত বায়
তটিনা বহিয়ে যায়
প্রতিকূল ঊর্ম্মিমালা খেলে বার বার!

শিশুহাসি

শিশু সুধাময় হাসি হাস আববাব।
মুহূর্তেব তবে শোক ভুলি একবাব।
শিশুব পবিত্র হাসি, নিবখিতে ভালবাসি,
উহাই অনন্ত সুখ জীবনে আমাব।
হেলি হেলি তুলি তুলি, সুন্দব অলকগুলি,
উড়ে যাক্ বায়ুভরে ললাট—কপোল দিয়ে ;
ভ্রমর নয়ন দুটি, হাসি পূর্ণ ছুটি ছুটি,
বেড়াক নলিনমুখে কান্তশোভা বিকাশিয়ে ;
পড়ুক এ চিত্তনীরে প্রতিবিম্ব তাব।
হাস তবে চারুফুল হাস আববাব।

প্রকৃতি অন্তিম দিনে
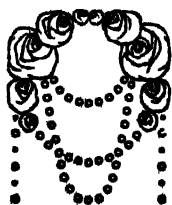
প্রকৃতি অন্তিম দিনে এস দয়া করি।
তাপিত সন্তানে মাতঃ লোয়ো তব ক্রোড়ে ধরি।
শান্তিময় দীপ সম,
ধরিও মা ক্লান্ত মম,
তরঙ্গ তাড়িত দেহ ডুবিলে এ ভব তরি।
তায় শত ক্লেশ ভুলি,
যাব হর্ষে পক্ষ তুলি,
নির্ভয়ে মৃত্যুর পাশে তোমারে নিকটে হেরি।
সেই দিন মা তোমার
সাশ্রুনেত্রে একবার
—শেষ দিন—প্রেমময়ি নিরখিব প্রাণ ভরি
চাহি তব মুখ পানে
ধীরে মুদিব নয়নে,
রহিবে নয়নে শেষ বিয়োগের অশ্রুবারি।
সে দিন শুইয়ে কোলে,
—স্থিরনেত্রে—পদতলে,
স্নেহের সন্তান তব যাবে বিশ্ব পরিহরি।
প্রকৃতি অন্তিম দিনে এস দয়া করি।

কাঁদিবে কি স্নেহময়ী

কাঁদিবে কি স্নেহময়ি জননি আমার ;
ভকত সন্তান তব ত্যজিলে সংসার।
যে ভালবাসিত এত,
পূজিত মা অবিরত,
দিত আসি প্রতি সন্ধ্যা অশ্রু-ফুল-ভার ;
শেষ দিন যে তোমারে
বিদাইল নেত্রধারে,
তার তরে এক বিন্দু দিবে নেত্রসার ?
স্থির পাণ্ডু মুখপানে
চাহিয়ে স্থির নয়নে,
হবে কি ব্যথিত তব প্রাণ একবার ?
কাঁদিবে কি সেই দিন জননি আমার ?
অথবা মা গুণযুত
হেরিয়ে অপর সুত
এ দীন সন্তানে মনে থাকিবে না আর।
না মা, এ পুত্রেরও তরে,
তরু পত্র মরমরে,
গাবে অধোমুখে মৃত্যু সঙ্গীত তাহার !

সান্ধ্য সমীরণোচ্ছ্বাসে
ফেলিবে মা দীর্ঘশ্বাসে,
ঝরিবে অমূল্য অশ্রু নিশীথ নীহার
কাঁদিবে কাঁদিবে দেবি জননি আমার !

জানি না জননি কেন

জানি না জননি কেন এত ভালবাসি।
দুঃখের পীড়নে মোর হৃদয় ব্যথিত হলে,
জানি না তোমারি কাছে কেন ধেয়ে আসি।
চাহিলে ও মুখপানে কেন সব ভুলে যাই,
দূরে যায় কেন তাপ দুখ তমোরাশি।
জানি না আননে তব কি মধু সান্ত্বনা আছে,
জানি না কি মোহমন্ত্রে জড়িত ও হাসি।
জানি না জননি কেন এত ভালবাসি।

স্মৃতি

এস স্মৃতি প্রিয়সখি এসরে আমার।
মিশায়ে চিন্তার সনে মূরতি তোমার।
উঘাটি হৃদয় দ্বারে, ল'য়ে বাতি ধীরে ধীরে,
ভাসাও মধুর আলোকে হৃদয় আগার।
কভু নাহি পাব যাহা, একবার হেরি তাহা,
অস্পৃশ্য শৈশব ছবি মুকুর মাঝার।
এস এস প্রিয়সখি এসরে আমার।

চিন্তা

এস এস প্রিয় সহচরী।
খেলাও হৃদয়ে মোর ভাবের লহরী।
প্রতি সমীর লহরে, প্রতি পত্র মর মরে,
প্রতি জলধর রাগে নব বেশ ধরি।
নিদ্রিত জীবনে মম, সুখময় স্বপ্নসম,
আন সেই বাল্যছবি চিত্ত মুগ্ধকরী!

পূর্ণিমা নিশীথে দূরাগত মুরলীধ্বনি শুনিয়া

কে গায় রে সুমধুর স্বরে ;
হৃদয় আকুল করে, প্রাণ মন হরে।
সুদূর আকাশে বসি, গায় কি রে পূর্ণশশী,
তা না হলে এত সুধা কোথা হতে ঝরে।
এ জ্যোৎস্নায় ঢালে কাণে, কিবা জ্যোৎস্নাময় গানে,
আনে রে কি মধু প্রতি সমীর লহরে।
ঘুমন্ত জগত দিয়া যায় স্বপ্ন বরষিয়া,
প্রবাসীর সুখস্মৃতি জাগায়ে অন্তরে।
কে গায় রে সুমধুর স্বরে।

ঐ—শৈশব বসন্ত যবে

শৈশব বসন্ত যবে ফুরায়েছে জীবোদ্যানে।
প্রাণের সুহৃদ্ আছে মিশাইয়ে প্রাণে প্রাণে।
আমার জীবনে হায়, কিবা আব শোভা পায়,
কি শোভে তামসী নিশি নীহাব সলিল বিনে।
নাহি শোভে হাসি আর, আজ দিন কাঁদিবাব
হেসেছি হৃদয় ভবি সুখের হাসিব দিনে।
শিশুদের শোভে হাসি, আমাদেব অশ্রুবাশি,
রহিও নয়নে যবে গাইব বিষাদ গানে।
ল'য়ে ও সম্বল সাথে, চলিব জীবন পথে,
রহিও নয়নে অশ্রু! ভবলীলা অবসানে।
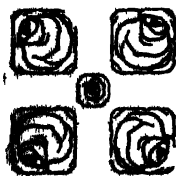
স্বদেশ-স্তোত্র

স্বদেশ আমার! নাহি করি দরশন,
তোমা সম রম্য ভূমি নয়ন-রঞ্জন।
• তোমার হরিত ক্ষেত্র, আনন্দে ভাসাবে নেত্র
তটিনীর মধুরিমা তুষিবে এ মন।
প্রভাতে অরুণ ছটা সায়াহ্ন অম্বরে,
সুরঞ্জিত মেঘমালা শান্ত রবিকরে,
নিশীথে সুধাংশুকর, তারা মাখা নীলাম্বর,
কে ভুলিবে কে ভুলিবে থাকিতে জীবন।
কোথায় প্রকৃতি এত খুলিয়ে ভাণ্ডার
বিতরেন মুক্ত করে শোভারাশি তাঁর?
প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি বনে, প্রতি কুঞ্জে উপবনে,
কোথা এত -কোথা এত বিমোহে নয়ন?
বাসন্ত কুসুম রাজি বিবিধ বরণ,
চুম্বি কোথা এত স্নিগ্ধ বয় সমীরণ?
তরুরাজি তব সম, কলকণ্ঠ বিহঙ্গম,
পাইব না পাইব না খুঁজিয়ে ভুবন।

উৎসর্গ

১

এসেছ তুমি

বসন্তেব মত মনোহব

প্রাবৃটেব নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।

এসেছ তুমি

শুধু উজলিতে ; স্বর্গীয়,

সুন্দর।

কভু ভাবি মনে,

তুমি নও শীত

ধবণীব ;

কোন সূর্য্যালোক হতে এসেছিলে নেমে,

এক বিন্দু কিরণ শিশির ;

শুধু গাথা—গীত

আলোকে ও প্রেমে ;

লালিত ললিত এক অমর স্বপনে।

২

আগে যেন কোথা ভাল দেখিছি তোমারে—
কোথা বল দেখি ?
মর্ম্মরপ্রতিমা এক 'টাইবার' ধারে
দেখেছিনু ;—সে কি তুমি ?
অথবা সে
তুমিই দিব্যালোকে দেবি আলোকি' ছিলে কি
রাফেলের প্রাণে,
যবে তাহা সহসা-উদ্ভাসে
বিকসিত হয়েছিল "কুমারী" বয়ানে ?
কিম্বা শুনেছিনু বনলতা-
শকুন্তলাফুলময়কথা
কালিদাস মুখে, মনে পড়ে।—সে কি তুমি ?

৩

হাঁ তুমিই বটে।
কিন্তু আসিয়াছ সত্য ও সুন্দরতম ;
আজি তুমি, আমার নিকটে।
আসনি আজি সে বেশ পরি ;—
মর্ম্মরে, সংগীতময় বর্ণে, কবিতার

স্কন্ধে ভর দিয়া।—
এসেছ ঢাকিয়া
মাংসের শরীরে আজি সোদ্বেগ তোমার
জীবন্ত—হৃদয়।
নয় কল্পিত সৌন্দর্য্যে ;—নয়
কবির নয়নে দেখা—পরীস্বপ্ন সম ;—
এসেছ প্রত্যক্ষ স্বীয় দেবীরূপ ধরি'।

৪

আরো ;—সে মধুরে
ছিল না জীবন যেন। অতীব সুন্দর মুখখানি
কিন্তু যেন চক্ষু দুটি চাহিয়া রহিত কোথা দূরে।
তখন কি জানি,—
কিরূপে সে যেন উদাসীন, চাহিত হৃদয়হীন প্রাণে,
চাহিত না অর্থপূর্ণ হেন মোর পানে।—
কিন্তু আজি যৌবন সোদ্যম ;
প্রভাতশিশির
সম স্নিগ্ধ ; বীণাধ্বনি সম
স্বর্গীয় ; বিশ্বাস সম স্থির ;

গাঢ়, নীল আকাশের মত ;—
সে দৃঢ়নির্ভর প্রেমে মোরই পানে নত !

৫

ছিলে বা তখন
পাপিয়াব স্ববরবৎ মধুব প্রবল ;
ছিলে বা তখন
প্রাতঃ স্বর্ণমেঘবৎ প্রগাঢ় উজ্জ্বল ;
ছিলে নক্ষত্রেব সম অৰ্দ্ধ রজনীব—
শান্ত, দিব্য, স্থিব ;—
কিন্তু দূবস্থাযী।
তখন সৌন্দর্য্যে এসেছিলে, 'প্রেমে' আস নাই ;

৬

আহা—
যদি কোন মন্ত্রবলে সুন্দর ধরণী
হইত আবদ্ধ এক স্বরে ;
যদি অপ্সরার সংমিলিত গীতধ্বনি
হ'ত সত্য ; নৈশনীলাম্বরে

প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্রাণোন্মাদী সুর

হইত ; অথবা যদি হেম

সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী ঝঙ্কার হইত ;

হইত আশ্চর্য্য তাহা।

কিন্তু হইত না অর্দ্ধমধুরসংগীত ও

যেমতি মধুর

স্বপ্নময়, কুহুময় 'প্রেম'।

কীর্ত্তন

১
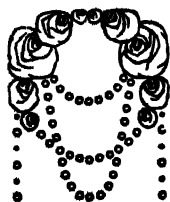
ছিল বসি সে কুসুমকাননে ;
আর অমল অরুণ উজল আভা ভাসিতেছিল সে আননে।
ছিল, এলায়ে সে কেশরাশি (ছায়াসম হে,)
ছিল, ললাটে দিব্য আলোক, শান্তি অতুল গরিমা ভাসি ;
তার কপোলে সরম, নয়নে প্রণয়,
অধরে মধুর হাসি।

২

সেথা ছিল না বিষাদভাষা (অশ্রুভরা গো,)
সেথা বাঁধা ছিল শুধু সুখের স্মৃতি— হাসি, হরষ, আশা ;
সেথা, ঘুমায়ে ছিলরে পুণ্য, প্রীতি,
প্রাণভরা ভালবাসা।—

৩

তার সরল সুঠাম দেহ (প্রভাময় গো, প্রাণভরা গো) ;
যেন যা কিছু কোমল, ললিত, তা দিয়ে রচিয়াছে তাহে কেহ ;
পরে সৃজিল সেথায় স্বপন সঙ্গীত,
সোহাগ, সরম স্নেহ।

৪

যেন পাইলরে উষা প্রাণ (আলোময়ী রে,)
যেন জীবন্ত কুসুম, কনকভাতি সুমিলিত সমতান ;
যেন সজীব—সুরভি, মধুর মলয়,
কোকিলকূজিত গান।

৫

শুধু চাহিল সে মোর পানে (একবার গো,)
যেন বাজিল বীণা, মুরজ, মুরলী, অমনি অধীর প্রাণে .
সে—গেল কি দিয়া, কি নিয়া বাঁধি মোর হিয়া
কি মন্ত্রগুণে, কে জানে।

বেহাগ—চৌতাল

১

আয় রে প্রাণের আলো, আয় লো হৃদয়ে মোর।—
রজনীর দুনয়নে লেগেছে ঘুমের ঘোর;
অধীর হৃদয় পড়ে
মূরছি জ্যোছনাপায়,
আয় লো যমুনাবালা
আয়—আয়—আয়।

২

ঘুমায় সুরভি ফুলে, নিকুঞ্জে ঘুমায় গান,
ঘুমায় জগৎ-পাশে চাঁদের অলস প্রাণ;—
আয় লো স্বপনখানি,—
যামিনী বহিয়ে যায়;—
অধরে মধুর হাসি
আয়—আয়—আয়।

৩

যেমতি ভাসিয়ে আসে নিশীথে বাঁশীর স্বর,
মেঘখানি হোতে নামে তরুণ রবির কর,
সাঁঝের তারার মত,
বসন্তে মলয় প্রায়,
আয় লো যমুনাবালা
আয়—আয়—আয়।

পুরিয়া—একতালা

আমার প্রাণ কি আমার আছে
দিব তোমায় নূতন কোরে।
যা ছিল এ প্রাণে মোর
সবই দিয়া দিছি তোরে।
তোমার নিঠুর প্রাণে
চাওনা তাহারি পানে,
দেখ্‌বে তারে পায়ের কাছে
বারেক চাহিলে পরে।

কেদারা—কাওয়ালী

১

বসি শ্যাম উপবনে,
শত ফুল্লফুল সনে,
শুনি নদী কুলুস্বরে শুনি সান্ধ্য সমীরণে ;
শূন্য পানে চেয়ে থাকি,—
আকাশেতে উড়ে পাখী,—
আকাশেতে ভাসে মেঘ সোণার কিরণ,—
একা একা বোসে তাই হেরিলো আপন মনে।

২

কে দাঁড়ালে কাছে এসে কুসুমের রাণী,
কে দাঁড়ালে ভেসে এসে স্বর্ণমেঘখানি,
কে কথা কহিলে কাণে,
কে চাহিলে মোর পানে,
চাহিয়ে কাহার মুখে স্তব্ধ হোয়ে রই ;—
প্রেমের প্রতিমা কাছে, আর আমি একা নই।

ভৈরব—আড়া

১

ওঠ্‌লো ওঠ্‌লো দেখ্‌
নিশি হোল ভোর,
ধীরে ধরণীর দেখ ভাঙে ঘুমঘোর।
শোন্‌লো বকুল কাণে কি কহিছে সমীরণ,
কি কহে কমল ভৃঙ্গ তার মন চোর
ওঠ্‌লো ওঠ্‌লো দেখ্‌
নিশি হোল ভোর।

২

যায় লো আকাশ দিয়া
পাপিয়া ঝঙ্কারি ওই—
নীরব কেন ও কণ্ঠ বিহগিনি মোর;
ওঠ্‌লো ওঠ্‌লো দেখ্‌
নিশি হোল ভোর।

৩

অরুণপরশে জাগে,
কমলিনী দেখ্‌ ওই
কেনলো মুদিত ইন্দীবর আঁখি তোর
ওঠ্‌লো ওঠ্‌লো দেখ্‌
নিশি হোল ভোর।

কীর্ত্তন—একতালা

১

চাহি অতৃপ্ত নয়নে তোর মুখ পানে,
ফিরিতে চাহে না আঁখি ;
আমি আপনা হারাই সব ভুলে যাই ;
অবাক্ হইয়ে থাকি ।
ভুলি দুখ পরিতাপ যাতনা, যখন
রহি লো তোমারি কাছে ;
ওই মুখপানে চাই ; ও মুখকমলে
জানিনা কি মধু আছে ।

২

আমি প্রভাতের ফুলে, সাঁঝের মেঘেতে,
হেরি তোর রূপরাশি ;
আমি চাঁদের আলোকে, তারার হাসিতে
নিরখি তোমার হাসি ;—
সখি তোমারি কারণে দুখময় ধরা
সুখভরা সব দেখি ;
আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই,
তোমারে হৃদয়ে রাখি ।

বাউলের সুরে—একতালা

১

ওকি কাব্যময় সে আঁখি দুটি, হায়!
তারে কে এঁকেছে পদ্মপত্রে প্রেম-তুলিকায়।
জানি না কত আশা,
জানি না কি পিপাসা,
ভেসে তার ভাসা ভাসা আঁখি দিয়ে যায়,
ওরে কত জ্ঞান কত শক্তি,
কত, স্নেহ দয়া আনুরক্তি,
কত ঘৃণা, কত ভক্তি প্রকাশে গো তায়।

২

এই দুখে ছল ছল,
এই সুখে ঢল ঢল,
এই স্থির, এই চঞ্চল, চপলাপ্রভায়,
এই, লাজভরে ঢলে পড়ে,
এই, নিজ মনে স্বপ্ন গড়ে,
এই সে রোষভরে, মানভরে, চায়।

৬

কত যে বিরহব্যথা,
কত যে মিলনকথা,
নিরাশার কাতরতা, মাখান তথায় ;
লেখা -শকুন্তলার প্রেমের গান,
সীতার ধর্ম্ম, রাধার অভিমান,
সতী সাবিত্রীর প্রাণ, বীণার ভাষায়।

জয়জয়ন্তী—একতালা

১

(মোর) হৃদয়ের আলো তুইরে সতত থাকিস্ হৃদয়ে ভাসি রে,
(মোর) বিরাগে বাসনা, ব্যথায় বিস্মৃতি, অশ্রুতে উজল হাসি রে,
লোকালয় বন, বিহনে লো তোর,
গৃহে আমি রে উদাসী,
তোরে সাথে লয়ে সংসার ছাড়িয়ে
বনে আমি গৃহবাসী রে।

২

গরিমা আমার, গৃহিণী আমার, আমার কুটীর-রাণী,
প্রণয়ের খনি, প্রীতির নির্ঝর, আশার প্রতিমাখানি,
মলয়ের মত কি মধু ঢালিয়ে
দিস্ রে পরাণে আসি;
কোথা চলে যাস্ উদাস করিয়ে
কাড়ি কি রতনরাশি রে।

কেদারা—মধ্যমান

১

চেওনা, হেন নিঠুর নয়ানে।
চেওনা বিরাগে মাখি, হিম আঁখি তুলি মোর পানে।
অভিমানভরে চাহো ভর্ৎস মোরে,
বুঝির শুধু এ প্রেম লুকানো রে,
বিধোনা ও উদাসীন, রোষহীন চাহনি পরাণে।

২

ভানুমুখ'পরে ঢাকে মেঘ আসি,
হাসে ভানু পুন সে পুরাণ হাসি,—
ঘৃণার তুহিন দিয়ে, সেত প্রিয়ে, ঢাকে না বয়ানে।

দেওকিরী—সুরফাঁক

দুদিনের হাসিটুকু আর
　　রোষ দিয়ে কোরো নাক আধার,
বসন্ত রয় না চিরদিন,
　　—ক্ষীণ অবসর হাসিবার।
না জানি কখন হায় স্বপন মিলায়ে যায়,—
　　এস আজ যত পারি হাসি,
না জানি বা কাল ফুটি রবে কিনা ফুল দুটি,
　　আজ যত পারি ভালবাসি।

সোহিনী—পোস্তা

সব চেয়ে মুখে তোর কি প্রকৃতি হাসে ?
   দেখায় আমারে তার মায়াখেলা অথবা সে ?
সব চেয়ে ও বরণে খেলে রবিকর ,
   সব চেয়ে তোরই কেশে নবঘন পরকাশে ;
সব চেয়ে তোরই ভাষে ভাষে' কণ্ঠস্বর,
   সব চেয়ে নীলাকাশ তোরই আখিনীলে ভাসে।
সব চেয়ে গন্ধে তোরই কুসুম ঘুমায়,
   সব চেয়ে মধু তোর পরশে শিহরি' আসে ;
কেন ইন্দ্রধনু আসি ধরে তোরি পা'য়,
   জ্যোৎস্না ধরিয়া হাতে শুধু তোরে ভালবাসে ?

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালী

১

শোন্‌রে- শোন্‌রে ঐ করুণস্বরে বাজে বাঁশি .
.সে কেন রুক্ষকেশে
মলিন বেশে,
কাঁদে মোদের কাছে আসি ?

২

লয়ে তার প্রাণের কথা,
প্রাণের ব্যথা,
গেয়ে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে ;
কভু বা মনের দুখে
অধোমুখে,
ভাসে নীরব অশ্রুধারে।

৩
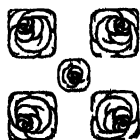
সে যে মোর প্রাণের পাশে
ভেসে আসে,
কি যেন তার বুকে লয়ে ;

দেখে তায় ফুটে ফুটে
কেঁদে উঠে—
আকুল প্রাণে অধীর হ'য়ে।

৪

জানি না, কি শেল বিধে
বাঁশির হৃদে,
ভেঙ্গেছে কি সুখের আশা,
যারে সে ভালবাসে,
বুঝি বা সে—
ফিরে দেয়নি ভালবাসা।
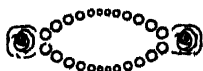
বসন্ত—একতালা

বহিতেছিল সুমৃদুল মলয় ;—
চেয়ে ছিল চাঁদ, সে তোরই লাগি ;
আয়াসে খুলিয়ে ঘুমন্ত নয়ন
কুসুমের কুল ছিল লো জাগি'।
এলি না দেখিয়ে শশী মোর চেয়ে
হতাশ, পশ্চিমে পড়িল ঢলি,
ঘুমায়ে পড়িল চেয়ে চেয়ে ফুল,
মলয়ও ফিরিয়ে গেল লো চলি।

সারঙ্গ—কাওয়ালী

নিতি নব মুখ তারি যখনই নিহারি রে,
নিতি প্রাণ জাগে
তারি অনুরাগে ;
অতৃপ্ত পিয়াসভরা আনন পিয়ারি রে।

মলতানা—একতালা

১

তোর, কি মোহ কুহক এ খেলাস্ পলকে নয়নে বিজলি হাসি ;
রাখিস কোন মায়াবলে, অধরযুগলে লুকায়ে অমিয়রাশি।
তুই দিস্ মায়াময়ি, বিরাগিণী রতি
দিনকে করিয়ে রাতি ;
পুন হাসিরাশি দিয়ে, আঁধার দলিয়ে,
আনিস্ অরুণভাতি।

২

তুই এ হৃদয়ে জাগি, র'স্ দূরে থাকি ; নিকটে রহিয়া দূরে ;
সদা খেলিস্ চাতুরীময় লুকাচুরী হৃদয়ের অন্তঃপুরে।
তুই করিস্ দিবায় গতিহীন প্রায়,
যখন বিরহী আমি ;
তোর মিলন হরষে, করিস্ বরষে
পলসম দ্রুতগামী।

৩

তোর করস্পর্শে চিনি মলয় কাহিনী, ভাষায় কূজনরাশি,
তোর নিঃশ্বাসের কাছে কত শুয়ে আছে মন্দারসুরভি আসি।
হেরি বসিয়ে একেলা, তোর মায়াখেলা
অবুঝ সমান সব এ,
মানি প্রেমের পাশায়, নিতি তোর পায়
সুমধুর পরাভবে।

বাগেশ্রী—আড়া

মায়াময় মোহময় মুখখানি ওর,
মধুমাখা, হাসিমাখা, স্বপনে বিভোর!
একই সে মুখ প্রিয়
আলো করি রহে গৃহ;
সে মুখ বিহনে শূন্য ঘরখানি মোর।
মায়াময় মোহময় মুখখানি ওর।

কাঙ্গন

১

সে কে ? এ জগতে কেহ আছে, অতি উচ্চ মোর কাছে
যার প্রতি তুচ্ছ অভিলাষ ;
সে কে ? অধীন হইয়ে, তবু বহে যে আমার প্রভু ;
প্রভু হয়ে আমি যার দাস ;

২

সে কে ? দূর হ'তে দূরাত্মীয়, প্রিয়তম হ'তে প্রিয়,
আপন হইতে যে আপন ;
সে কে ? লতা হ'তে ক্ষীণ তারে বাঁধে দৃঢ় যে আমারে,
ছাড়াতে পারি না আজীবন ;

৩

সে কে ? দুর্ব্বলতা যার বল ; মর্ম্মভেদি অশ্রুজল ;
প্রেম-উচ্চারিত রোষ যার ;
সে কে ? যার পরিতোষ, মম সফল জনমসম ;
সুখ—সিদ্ধি সব সাধনার ;

৪

সে কে ?   হ'লেও কঠিনচিত শিশুসম স্নেহভীত
যার কাছে পড়ি গিয়া নু'য়ে,
সে কে ?   বিনা দোষে ক্ষমা চাই যাব ; অপমান নাই
শতবাব পাতখানি ছু'য়ে ;

৫

সে কে ?   মধুব দাসত্ব যার, লীলাময় কাবাগাব ;
শৃঙ্খল নূপুর হ'য়ে বাজে ;
সে কে ?   হৃদয় খুঁজিতে গিয়া, নিজে যাই হাবাইয়া
যার হৃদিপ্রহেলিকামাঝে।

হাম্বীর—একতালা

১
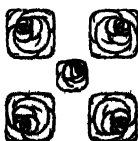
তোমায় রাখিব নয়নে নয়নে,
পলকে হারাই যেন রে সদাই মনে হয় যেই ধনে।
স্বর্ণের সমান কৃপণ মতন,
রাখিব তুলিয়া অতুল রতন
মরমে বাঁধিয়া করিয়া যতন
রাখিব রে প্রাণপণে।

২

প্রাণের অধিক! দিব না ত ছাড়ি;
সর্ব্বস্ব আমার কে লইবে কাড়ি?
যে ল'বে—নিঠুর--লইবে উপাড়ি
এ হৃদয় তারি সনে।

৩

প্রেমের নিগড়ে বাঁধিব চরণ;
দেখিব এ ধন কে করে হরণ;
ভুলি হাসি ভাল বাসিবে মরণ,
কি ছার অপর জনে।

ইমন্ কল্যাণ---কাওয়ালী

এই যে যমুনা তীর ওই সে পাহাড় মালা,
সেই যে চাঁদিমা রাতি মধুর কিরণ ঢালা
সেই ত বসন্তে নব মোহন ধরা
যমুনা হৃদয় খানি জোছনা ভরা
সেই সব--সেই সব—নাইরে শুধু
তার মুখখানি বালা।

মনে কি পড়ে গো সেই মিলন মদিরা ঘোর
কারেছি দুজন যাতে কত হেন নিশি ভোর,
আবার সে মোহময় মোহন বেশে
আয় লো প্রাণেরই প্রাণ দাঁড়ালো হেসে
একবার—একবার ধরি লো হৃদে
জুড়াই প্রাণেরই জ্বালা।

বিহগড়া— মধ্যমান

১

কত ভালবাসি
বুঝিবে, বুঝিবে শুধু বিরহে।
কত যে লুকায়ে, সুখ ও আনন ভবি
রেখেছিস্ প্রাণেশ্বরি;
বুঝি না যবে সে নিকটে রহে।

২

যখন ও প্রেমময় হাসি আঁধারে হারাই মোর,
বুঝি কত প্রিয় কতই মধুর হাসি মুখখানি তোর;
বুঝিবে তখন, অদৃশ্যে কি প্রেমডোরে
বাঁধিয়া রেখেছ মোরে:
বুঝিরে তখন এ প্রেম-নদী কত গভীর বহে।

কানেড়া— কাওয়ালী

১

হরষে বরষ পরে যখন ফিরিবে ঘরে,
সে কে রে আমারি তরে, আশা করে' রহে বল .
স্বজন সুহৃদ্ সবে উজলনয়ন যবে,
কার প্রিয় আঁখি দুটি সব চেয়ে সমুজল।

২

তবে কার সঙ্গোপনে, কপোলে সরম সনে
জাগেবে মরম হাসি প্রভাময়, নিরমল ;
উদ্ভ্রান্ত অধর'পর কহিতে কাঁপেবে স্বর,
চলিতে চরণে বাধে— করে সে গতিবিহ্বল।

৩

ঘোমটা ভিতরে থেকে কত যে লুকায়ে দেখে
কাছ দিয়া যায় সে কে সদা করি নানা ছল ,
বিরলে সে বাহু দুটি, গলেতে জড়ায় উঠি,
অধরে হৃদয় ফুটি কার কথা কহে বল।

আড়ানা—যৎ

১

আমি আস্‌চি—আস্‌চি - আস্‌চি প্রিয়ে ;
আবার তোর বাহুবাঁধে—আস্‌চি ফিরিয়ে।
ব্যাকুল, বিভ্রমগতি, মুখে হাসি, চোখে জ্যোতি,—
দৌড়িয়ে দাঁড়া এসে দেখ্ জানালা দিয়ে,—আমি আস্‌চি—

২

নিয়ে মোর বাহুহার দিতে গলে তোর জড়ায়ে,
চুম্বনের রাশি দিতে অধরে তোর ছড়ায়ে,
কত, নীরব চাহনিকথা, হৃদয়মিলনব্যথা,
(কত) কুহুময় রাতি দিন তোর লাগি নিয়ে, আমি আস্‌চি—

৩

—বিহগ, কি সমীরণ—যারে আগে যা গিয়ে
বল্ তারে আমি ত্বরা আস্‌চি তার লাগিয়ে,
অতি ধীরগতি রথ, অতি বা দীরঘ পথ,—
অথবা তৃষিত প্রাণ অধীর অতি এ।—আমি আস্‌চি।—

সুরট—তেওড়া

১

হাসো উপবন সুমধুর হাসি,
জাগরে কুসুম কোমলতম ও নয়ন বিকাশি ;—
ঢাল শশীতারা—এ মিলনবাতি ;—
তোমাদের যাহা স্নিগ্ধতম ভাতি ;
দেও আজি ঋণ ও দিব্য কররাশি।

২

জাগোরে বিহঙ্গ ;—শিহরি কানন
তব ধীরতম বহ সমীরণ,—
গাথাময়ী নদী, যাওবে উচ্ছ্বাসি।

ছায়ানট্—ঢিমেতেতালা

সে কি সখি তা জানে,
যে দিবা নিশি সেই জাগে আমারি প্রাণে।—
সেই যাগ, সেই কর্ম্ম,
সেই যোগ, সেই ধর্ম্ম,
(আমি) তারি ভক্ত রহি সদা তাহারি ধ্যানে ;
পুণ্য ভালবাসা তারে,
স্বর্গ ভালবাসা তার হে,
তাও ভাবি কভু কিলো আমারে সে মনে আনে।

গান্ধারী তোড়ী—মধ্যমান

জাগে মহী চাহি' তার ভানুপানে।
জাগে ফুলহাসি ধীরে ধীরে কোয়েলিয়া গানে।
প্রিয়া ঘরে নাহি নাহি রে, কা'র পানে চাহি—
কা'র স্বরে জাগিবে—বিরহী প্রাণ এ।'

সাহানা—ঝাঁপতাল

১

ভালবাসিব লো তারে সেও যদি ভালবাসে,
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভালবাসে না সে।
কি দৈব গুণে, কে জানে, তারি পায়ে বাঁধা প্রাণ
দিয়েছি কি ছার প্রাণ সে হৃদিরতন আশে,
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভালবাসে না সে।

২

ফিরে কি লো যায় ঊষা ধরণী না চায় যদি,
সাগর চাহে না বলি ফিরে কি লো যায় নদী,
প্রেম লো আত্মার গান, প্রেম লো প্রাণের প্রাণ,
প্রেম কি লো বাধা কারো আদেশ কি অভিলাষে,
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভালবাসে না সে।

খাম্বাজ—কাওয়ালী

আয় রে আমার সুধার কণা আয় রে ননীর ছবি
আয় রে নিশার সোণার চাঁদ আয়রে উষার রবি ;—
উড়ে উড়ে বনে বনে তুই বেড়াস্ বনের পাখী,—
যাস্‌নে ওরে, আয় রে তোরে বুকে ক'রে রাখি।
উছায়ে তোর হাসির লহর কোথায় যাস্‌রে চ'লে,
পাষাণ ভাঙ্গা নির্ঝরিণী- ভাঙ্গা ভাঙ্গা বোলে ;—
ঘাড়ের কাছে সোণার বরণ—চুলগুলি তোর দোলে :
যাস্‌রে কোথা আয়রে যাদু, ঘুমা আমার কোলে।
তুই রে শিশু দুষ্ট বড় আসিস্ না ক কাছে,
ভাবিস্ কিরে অশ্রুনীরে ভিজে যাস্‌রে পাছে ?
না যাদু তোর হাসিতে মোর দুঃখ যাবে দূরে,
ফুট্‌বে মধুর চাঁদের আলো এ আঁধার পুরে !
তবে যদি তোর সুখে সুখী আমার অশ্রু ঝরে,
—আমার স্বভাব কেঁদে ফেলিরে হাস্‌তে হৃদয় ভরে'—
চোখের নীচে হাসিস্ শিশু জড়িয়ে আমার গলে,
রচিস্ তাহে ইন্দ্রধনু—আমার অশ্রুজলে।

ভোরে উঠে ছুটে ছুটে খেলিস্ মনের সুখে,—
ছেড়ে খেলা সন্ধ্যেবেলা আসিস্ আমার বুকে ,
এমনি করে' পাড়াব ঘুম দিয়ে শত চুমো,
সোণা আমার মাণিক আমার, যাদু আমার, ঘুমো।

ভৈরবী—দাদ্‌রা

পাষাণে বাঁধিব প্রাণে, অশ্রুপথে দিব বাধ
নীরবে হৃদয়ে পড়ি' কাঁদুক মনের সাধ।
কাঁদিব না দীনা হীনা,—কঠোরা তাপসী ঘৃণা
দিব তিক্ত ঢালি' তারে—ক্ষমো দেব অপরাধ।
বুঝির পুরুষ কত জানে কঠোরতা ছল,
হৃদয় পাষাণে লাগি' ভাঙ্গিবে সে অসিবল ;
নিদয়ে অশ্রুর ভাষা তারা নাহি হয় বোধ ;—
নির্ম্মম, গরব ঘৃণা—শুধু তার প্রতিশোধ।

পিলু—যৎ

একি রে তাঁর ছেলেখেলা বকি তায় কি সাধে,---
যা দেখ্‌বে বল্‌বে "ওমা এনে দে ওমা দে"।
"নেবো নেবো' সদাই কি এ ?- -
পেলে পরে ফেলে দিয়ে
কাঁদ্‌তে গিয়ে হেসে ফেলে, হাস্‌তে গিয়ে কাঁদে।
এত খেলার জিনিষ ছেড়ে,---
বলে কিনা দিতে পেড়ে,-
--অসম্ভব যা---তারায়, মেঘে, বিজলিরে, চাঁদে।
শুন্‌লো কারো হবে বিয়ে,
ধর্‌ল ধুয়ো অমনি গিয়ে—
"ওমা আমি বিয়ে করব" কান্নার ওস্তাদ এ।
শোনে কারো হবে ফাঁসি,—
অমনি আঁচল ধর্‌ল আসি- -
"ওমা আমি ফাঁসি যাব"—বিনি অপরাধে।

সিন্ধু খাম্বাজ —মধ্যমান

কেন রে ঝরিলি আজি প্রাণের গোলাপ তুই,
দেখ্, এখনও হাসিছে বেল, বকুল, মালতি, জুই।
দেখ্, এখনও কোকিল ডাকে, বহিছে মলয় বায়,
দেখ, এখনও বসন্ত আছে, প্রাণের গোলাপ, আয়।
আজি মাটিতে পড়িয়ে কেন মলিন বদন তোর,
একবার চাও রে বদন তুলে, হৃদয়ের নিধি মোর।
ডাকি হাত দুইখানি ধরে, ওরে রে প্রাণের ফুল,
আয়, মুছায়ে দি' মুখখানি, বেঁধে দি' তোর এলো চুল
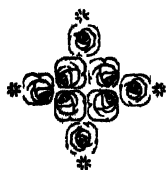
কীর্ত্তন

১

একবার

দেখে যাও দেখে যাও কত দুখে যাপি দিবানিশি,—

তোমা বিহনে, বঁধু হে :

তোমা বিনে তপন আভাহীন, উদাস মলয়,

তোমা বিনে শূন্য ভুবন অন্ধকারময় ;

তোমা বিনে শুষ্ক ফুলমেলা, নীরস সাঁঝের মেঘের খেলা,

তোমা বিনে, পূর্ণ চাঁদ ম্লান মুখে চায় ;

তোমা বিনে শিথিল জীবন, একধারে পড়ে' কাঁদে মন,

ছিন্ন তার আশা বীণা কবে হায় হায় :

তোমা বিনে নিরুদ্দেশ মম প্রবাসী হৃদয় ;

তোমা বিনে সব সাধ নাথ ধূলিসাৎ হয় হে।

২

কত সাধ করেছিনু হে—

তোমায় রাখিব হৃদয়ে গৃহদেব করি, (মনে ছিল)

তোমায়, পূজিব জীবন দিয়া প্রাণভরি, (মনে ছিল)

খুঁজি, জীবন নদীর পুণ্যতম তীর
বসাইব সেথা তোমার মন্দির, (মনে ছিল)
দিয়া ভকতির ধূপ নিত্য পূজা দিব, (মনে ছিল)
দিয়া পায়ে প্রেম ঢালি আশা মিটাইব, (মনে ছিল)
তাহে উঠিবে হৃদয়ে প্রীতি, তার সহ
প্রবাহিবে শান্তিভরা গন্ধবহ (মনে ছিল),
মনের সাধ মনে রইল হে।

৬

বড় সাধে নিরাশ কৈলে নাথ,
বড় আশায় নিরাশ কৈলে নাথ--
প্রাণনাথ হে, বঁধু হে

বড় সাধে—
প্রাণের সাধ প্রাণে রৈল হে নাথ—
নিভে গেল, দীপ নিভে গেল, আশার
দীপ নিভে গেল; বিনা তৈল হে নাথ;
অমনি জগত আঁধার হৈল হে নাথ,
একবার দেখে যাও—

৪

মনে ছিল, কভু ক্রীড়া ছলে হব আমি রাজা তব,
উদ্ভাবিব নিতি নিতি সাজা নব নব।—
বিদ্রোহী বলিয়ে তোমায় ল'ব বন্দী করি,
বাহুবন্ধ দিয়া তব গলদেশ'পরি;
দেখাইব কারাগার—অপূর্ব্ব মধুর
নিভৃত মলয়কুসুময় অন্তঃপুর;
সেথা ল'ব তোমায় দিয়া পরাইয়ে বালা,
বাঁধাইব বেণী মম, গাঁথাইব মালা,
করায়ে লইব শত প্রণয়ের ক্রিয়া,
শাসিব বিদ্রোহোদ্যম অভিমান দিয়া;
ভাঙ্গাব বুকের তব পাষাণ, ও তাহে
বহাইব মন্দাকিনী প্রবাহে প্রবাহে।

৫

কেন জাগিলাম—
সুখের স্বপন দেখিতেছিলাম—জাগিলাম;
শতবীণাধ্বনি শুনিতেছিলাম—জাগিলাম;
চাঁদের হাসিতে ভাসিতেছিলাম—জাগিলাম;
প্রেমের চরণে হাসিতেছিলাম—জাগিলাম;

মলয় পরশে শিহরিতেছিনু—জাগিলাম ;
নন্দনকাননে বিহরিতেছিনু—জাগিলাম ;
আঁধারে কেন জাগিলাম, অকূল আঁধারে কেন জাগিলাম,
এ শূন্য, নীরব প্রবাহী আঁধারে কেন জাগিলাম হে ।
একবার দেখে যাও -

৬

মনে ছিল- খেলিব প্রেমের পাশা আমরা দুজনে,
হার জিত বুঝে ল'ব তৃষিত চুম্বনে ;
নীরব হৃদয় ভাষা তাহে র'বে পণ,
র'বে পণ— কণ্ঠমালা বাহু আলিঙ্গন ,
খেলায় তোমার যদি পরাজয় ঘটে,
বুঝে ল'ব প্রতি কড়া তোমার নিকটে ;—
দিব বাঁধি করতল করতল দিয়া,
সহস্র পুষ্পের ভাষা রহিব চাহিয়া,
দেখাব জগতে আছে নিভৃত হৃদয়,
দেখাব জগত নহে শুধু বিনিময়,
আর রাজ্যে—গীতভরা ধরণী আকাশ ;
—দেখাব সে রাজ্যে আমি প্রভু তুমি দাস—

৭

মনে ছিল, সাজাব তোমারে মোর প্রেমিক সন্ন্যাসী ;
সাজিব আপনি তব সন্ন্যাসিনী দাসী.--
বিহবিধ কুঞ্জে কুঞ্জে তপোবন ছলে ,
করিব প্রেমের তপ আমরা বিরলে ;
দেখিব মিলিত বক্ষ সে কাননে বসি'
মলয়ের উপদ্রব, শরতের শশী ,
দেখিব বিজলি শ্যামা ববিষা অধরে ,
দেখিব বর্ণের খেলা নিদাঘের ঘরে ,
বিশ্বদুঃখ ভেদ করি চলি' যাব, হাসি
ছড়াতে ছড়াতে পায়ে পুষ্প রাশি রাশি ;
উথলিবে যুগ্মবক্ষে কাকলীর ভাষা ,
বুঝিব --জগতে এক মহা ভালবাসা।

৮

কোন্ প্রাণে ভুলে আছ প্রিয় সখে—
তন্ময়জীবনারে ?
এত কি কঠিন সংসারের বেড়—
ভাঙ্গিতে পার না যারে ?

এত শুষ্ক কিহে পুরুষের প্রাণ
শুকাইয়ে যায় যাহে—
যা কিছু জীবনে পবিত্র, মধুর,
সুন্দর, উজ্জ্বল,--তা হে ?

৯

সখে—রমণী পুরুষখেলনা,
—প্রণয় পুরুষ খেলা,—
এখনি কত আদর,
এখনি অবহেলা—
পুরুষ রমণী-দেবতা,—
প্রণয় রমণী'রাধনা-
পুরুষ রমণী স্বরগ হে,—
প্রণয় রমণী সাধনা।
সখে—প্রণয় তব বিলাস হে,—
প্রণয়ই মম করম ;
প্রণয়ই মম জ্ঞান,
প্রণয়ই মম ধরম ;—

শিখে বালিকাহৃদি নীরবে
অস্ফুট প্রণয়ভাষা ;
সে হৃদয়ে আজীবন
জ্বলে শৈশব-ভালবাসা।
হায় পুরুষ প্রণয়ে হাসে রমণী
পোড়ে অনুরাগে ;
পুরুষ ঘুমায় পণয়ে, সখে
রমণী প্রণয়ে জাগে ,
প্রণয় পুরুষ প্রহর,
ক্ষণিক জ্যোৎস্না আলো ;
প্রণয় রমণীজীবন,
ইহকাল, পরকাল।

১০

একবার এসে দেখ হে—
অলস চিকুর মম পৃষ্ঠবিলম্বিত
রুক্ষ উড়ে অবসাদে ;
কেশ ভূষণ সব—বিমলিন নীরব
মম ধরময় পড়ি কাঁদে ;—

গান

সীমন্তে মম সিন্দূরবিন্দু
অর্দ্ধবিমূর্চ্ছিত শয়নে,
ক্ষীণ গণ্ড দিয়া মুহুর্মুহু বরষিত
বারি হীনপ্রভ নয়নে,
পাণ্ডু অধর'পর যায় সভয়গতি
অস্ফুট কম্পিত বাণী;
দুর্দ্দিন সখসম ত্যজত বলয় হত
বৈভব বাহু দুখানি;
চাহে না বহিতে পদ বিপ্লব
অর্দ্ধ ভগ্ন মম দেহ;--
প্রণয় চায় নিতি নিতি তেয়াগিতে
শূন্য এ হৃদয় গেহ।
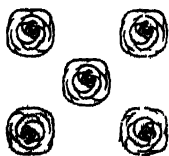
বাহার

কই, তবু সে ফিরে এল না এল না।—

বলে' গিয়েছিল যে সে শীত ঋতুশেষে
রবে না সে দূরে বিদেশে।
ঐ শিশির অন্ত, এল বসন্ত
মলয়ের ঢেউ'পর ভেসে;
ঐ ধরণী নাচে কুঞ্জবনে ভাসি'
সাজি' শ্যামল বেশে,
প্রেমে ধরিল ত রঙ্গে সুমধুর হাসি'
ফুলদল পরি' এলোকেশে।
তবু কেন সে ফিরে এল না এল না!

কত বহি, সে কি জানে, চেয়ে পথপানে
সে মুখদরশন-আশে;
বড় নিঠুর নিদয় সে, কঠিনহৃদয় সে,—
—এল না তবু মোর পাশে;
সে কি জানে না, কি জ্বলে অন্ধ অনলে
প্রেম লো বিরহিত প্রাণে;

কি শত শেল বিঁধে, বিরহিণী হৃদে ;—
সে কি রে তাও না জানে।
তবু কেন সে ফিরে এল না এল না!

সে কি জানে না, সে চরণে দিয়াছি ঢালি'
ধন, মন, হৃদয়, দেহ,
সে কি জানে না, সে মোর প্রভু, অরি, আলি,
সে মোর দেশ কি গেহ ;
সে কি জানে না, সে মোর কর্ম্ম, বিশ্রান্তি,
প্রেম, কলহ, অভিমান,
মোর আশা, নিরাশা, চিন্তা, শান্তি,
সুখ, দুঃখ, জীবন, প্রাণ।
তবু কেন সে ফিরে এল না এল না!

ইমন—আড়া

নিয়ে চল—নিয়ে চল—পথ দেখাইয়ে মোরে ;
দুর্গম প্রান্তরে নাথ নিয়ে চল হাত ধরে।
আঁধার নিবিড় অতি, এ জ্ঞানের ক্ষীণজ্যোতি,
তে মারি আলোকে দেব উজলো তিমির ঘোর এ ;
নিয়ে চল নিয়ে চল পথ দেখাইয়ে মোরে।
গরবে, তোমারি আলোভাঙ্গা এক কণা পেয়ে,
এতদিন, প্রাণেশ্বর চাহেনি ও মুখে চেয়ে।
এতদিন মূঢ় আমি চিনেনি আপন স্বামী—
ভুলে যেও প্রাণনাথ অপরাধ দয়া করে।
চল সিন্ধু গিরিশৃঙ্গ মরু,—যেথা দিয়ে বল,
গহন, কান্তার, শৈলে শুধু তুমি নিয়ে চল ;—
সুখে দুখে শুধু নাথ হে, রেখো পায়ে থেকো সাথে,
কি বসন্ত বরিষায়, কি ঘোর নিশীথে, ভোরে ;
নিয়ে চল —নিয়ে চল পথ দেখাইয়া মোরে।

ভীমপলাশী—যৎ

আমি উঠিতে কি পারি
তুমি না তুলিলে হাত ধরিয়ে আমারি।
সদা নাচগানা, রঙ্গ সিন্ধুবারি,
ভানুর কিরণে সেও গগনবিহারী।
তুলে ধর তুলে ধর বাহু পসারি।
আছি তব লাগি চেয়ে পথপানে,
নিশি নিশি জাগি আকুল পরাণে,
শুধু তব—নাথ—দরশভিখারী।
যদি আস কভু ত্বরা চলি যাও,
দীন বলি তবু ফিরে নাহি চাও।
এত কি কঠিন হৃদয় তোমারি।

মিশ্র হিন্দোল – একতালা

১

ছিল যবে স্বাধীনা বঙ্গরমণী রমণীকুলেশ্বরা রে,
সুশীলা, সুভাষিণী, মধুরকোকিলমৃদুস্বরা রে,
নিরাভরণা লাবণ্যভূষণা, নিখিলভুবনবিজয়িনয়না,
পীন, মরালগমনা, সস্নেহপ্রীতিভরা রে।

শশিরশ্মিস্নিগ্ধমধুরা, কিশলয়পেলবা বামা,
অপরাজিতানয়না, নবনীলনীরদশ্যামা,
নিবিড়কেশী, মুক্তাদশনা, রক্তকমলাধরা রে।
পতিপ্রিয়া, পতিসেবিকা, সখী পতিসহ পরিহাসে,
দুখে দীনা দাসী প্রেমিকা, নীরবা নিঠুরভাষে,
পীড়নে প্রিয়ভাষিণী সহিষ্ণু সম এ ধরা রে,
দেবী গৃহলক্ষ্মী, বঙ্গগরিমা, পুণ্যবতী রে,
সাবিত্রীসীতানুধ্যায়িনী, বিশ্বপূজ্যা সতী রে,
মর্ম্মরদৃঢ়চরিতা, তূলকোমলাঙ্গধরা রে।

গান

কে বলে কালো রূপ নয়, যে হেরেছে ঘননীলাম্বুরাশি,
ধবল তুষারে চাহে কে মূঢ় মণ্ডিতে বসন্ত হাসি ?
ত্যজি নব ঘন কে চাহে শ্বেতমেঘ শোভা প্রখরা রে।
জীব প্রেমভরিতহৃদয়া, মেঘস্নিগ্ধশ্যামকায়াং
নিন্দি' তুহিনে শুভ্রচরিতে,--বঙ্গজ্যোৎস্না বঙ্গজায়া,
কালো নয়নে কালো চিকুরে, কালো রূপে অমরা বে।
হা, এ রত্ন দাস হৃদয়ে--পঙ্ক পতিত চন্দ্রহাসি -
পরুষভীরুরমণীদস্যুবমণী— স্বার্থদাসদাসী—
কে দিল পশুসাথ বাঁধি স্বর্গের অপ্সরারে॥
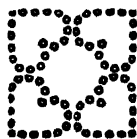
আলেয়া —আড়াঠেকা

অনন্ত হেয়ালী এই রচনা তোমারি।
কি যেন কুয়াসা দিয়ে রেখেছ আঁধারি'।
সাধিতে কি মহাকাজে, রেখেছ আকাশ মাঝে
কোটী সূর্য্য কোটী ধরা দিগন্ত প্রসারি'।
সুনীল বিশাল সিন্ধু কেন বা কল্লোলে;
কেন কাঁদে নদ নদী বসুধার কোলে;
কেন এ পাহাড় বন, কেন বহে সমীরণ
চপলা চমকে, কেন মেঘ বর্ষে বারি।
এ অনন্ত জীবে কেন ব্যাপিয়ে রেখেছ ধরা;
কেন ক্ষুধা, কেন তৃষ্ণা, কেন মৃত্যু, কেন জরা
দুদিনের তরে এসে, কেন সবে কেঁদে হেসে,
কোথায় চলিয়া যায় বুঝিতে না পারি।

বসন্ত মালকোষ—একতালা
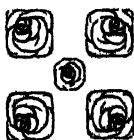
জগত যা নিয়ে যায় একবার ফিরায়ে দেয় না আর তায়,
নিয়ে যায় সব ভেঙ্গে চুরে শুধু স্মৃতিটুকু তার রেখে যায়।
একবারই আসে বসন্তে তেমতি স্নিগ্ধ মধুর মৃদু বায়,
একবারই হাসে তেমতি ধরণী বিমল শারদ জোছনায়।
যৌবন জীবনে একবারই আসে, ফিরে সে কভু না আসে হায়,
বিবাহের নিশি তেমতি কাঁদিয়ে একবারই শুধু বাঁশি গায়,
নিয়ে যায় চলি নবীন শৈশবে নবীন উদাম প্রতিভায়,
নিয়ে যায় চলি তরুণ যৌবনে অনল উন্মাদ বাসনায়।
গরবিণী ধরা হাসে ফলভরা সৌরভটি শুধু রেখে যায়,
যে ফুলটি হায় ঝরে গেছে শুধু ফোটে না সে ফুল পুনরায়।

সরলা ও সরোজ

সরলা সরোজ দুজনায় ছিল
এ আবাস পাড়া করিয়া আলো,
দুজনায় ছিল দুজনে মগন,
এমনি দুজনে বাসিত ভালো।
দুজনে দুজনে করিত খেলা,
বেড়াত দুজনে প্রভাত বেলা,
হাত ধরাধরি, কাননে, মাঠে,
ঘুরিয়া বেড়াত, পথে ও ঘাটে;
গাইত কখনো হরষ ভরে,
ধ্বনিয়া কানন মিলিত স্বরে।

বরিষার কালে একদা দুজনে
বেড়াইতে গেল নদীর কূলে;
ভেসে যায় পদ্ম; কহিল সরলা—
"এনে দাও ফুল, পরিব চুলে।"

ঝাঁপিয়া সরোজ পড়িল স্রোতে,
আনিতে সরোজে লহরী হ'তে ;
স্রোতে সে কুসুম ভাসিয়া যায়,
বহুদূর গিয়া ধরিল তায় ,
ফিরিতে চাহিল নদীর ধার,
অবশ শরীর এলনা আর।

কহিল সরোজ—"সরলা" "সরলা"—
অধরে কথা না সরিল আর ,
ডুবিল সরোজ, দেখিল সরলা,
মূরছি পড়িল নদীর ধার।
—সরলা চলিয়া গিয়াছে দূরে,
ধনীর গৃহিণী অবনীপুরে ;
পালিছে আপন সন্তানগুলি,
সরোজে তাহার গিয়াছে ভুলি' ,
মাঝে মাঝে হৃদে ভাসিয়া যায়,
কে যেন সরোজ স্বপন প্রায়।

এই ভাঙ্গা বাড়ী সবোজের ঘর

ছিল এই ছোট উঠান মাঝ,

বাড়ীর উপরে উঠেছে অশ্বত্থ,

উঠানে জঙ্গল জনমে আজ।

কতদিন এই উঠান 'পরে

সবোজের হাত সাদরে ধরে',

কহেছে সবলা, সবোজে 'তারি',

"তোরে কি সবোজ ভুলিতে পারি!"

সবলার আজ মুকুতা-গলে,

সবোজ—আজ সে অতল জলে।

ছায়ানট—ঢিমা তেতালা

হৃদয় যদি দিবে না ও,
হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।
যদি বা মিটেছে আশ,
নূতনে বা অভিলাষ,
যাও যেথা তাহা পাও।
— হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।

ফিরে দাও মোর হাস্যমুখ,
ফিরে দাও মোর শান্তি সুখ,
দেশান্তরে চ'লে যাই,
যেন ভালবাসি নাই,
ফিরে কভু চাব নাও,
হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।

ফিরে নাও ও পাষাণ বুক,
উদাসীন ও হাসিটুক—
কপট অধরপুটে;
কৃপাহীন ও আঁখি দুটি,
দিয়েছ যা ফিরিয়ে নাও—
—হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।

ফেলেছি যে অশ্রুরাশ,
ফেলেছি যে দীর্ঘশ্বাস
কয়েছি কত না জানি,
অবোধ উদভ্রান্ত বাণী ,
ভুলে যাই— ভুলে যাও !
—হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও ।

এতদিনে বুঝিলাম
প্রণয়ের পরিণাম —
সুখ তৃপ্তি অবসাদ,
মিটেছে মোর সব সাধ,
চলে' যাই— চলে' যাও
— হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও ।

কিসের শোক করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই;—আবার তোরা মানুষ হ'॥
পরের 'পরে কেন এ রোষ, নিজেরাই যদি শত্রু হো'স্?
তোদের এ যে নিজেরই দোষ—আবার তোরা মানুষ হ'।
ঘুচাতে চাস্ যদি রে এই হতাশাময় বর্ত্তমান;
বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান;
ভুলিয়ে যারে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর্;
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মানুষ হ'।
শত্রু হয় হোক্ না, যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভাল বাসিতে শেখ্, তাহারে কর্ হৃদয় দান।
মিত্র হোক্—ভণ্ড যে—তাহারে দূর করিয়া দে;
সবার বাড়া শত্রু সে,—আবার তোরা মানুষ হ'।
জগত জুড়ে দুইটি সেনা পরস্পরে রাঙায় চোক্;
পুণ্য সেনা নিজের কর্, পাপের সেনা শত্রুর হোক্;
ধর্ম্ম যথা সেদিকে থাক্,—ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ্;
স্বজন দেশ ডুবিয়ে যাক্—আবার তোরা মানুষ হ'॥